প্রবচনমালা

‘প্রবচনমালা’ পুস্তকের উদ্দেশ্য

১ দাউদের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ সলোমনের প্রবচনমালা,
২ প্রজ্ঞা ও শাসন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য,
সুগভীর বচনের অর্থ বুঝবার জন্য,
৩ প্রবুদ্ধ শাসন-বোধ,
ধর্মময়তা, ন্যায় ও সততা অর্জন করার জন্য,
৪ অনভিজ্ঞ মানুষকে চেতনা,
ও যুবককে সদ্‌জ্ঞান ও চিন্তাশীল মন দেবার জন্য।
৫ প্রজ্ঞাবান শুনুক, তার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে,
সদ্বিবেচক মানুষ সুমন্ত্রণা লাভ করবে,
৬ ফলে প্রবচন ও রূপকের মর্মার্থ বুঝতে পারবে,
প্রজ্ঞাবানদের উক্তি ও তাদের প্রহেলিকার মর্ম ধারণ করতে পারবে।

৭ প্রভুভয়ই সদ্‌জ্ঞানের সূত্রপাত;
মূর্খ মানুষ প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞার চোখে দেখে।

দুর্জনদের সঙ্গ পরিহার

৮ সন্তান আমার, তোমার পিতার শিক্ষাবাণী শোন,
তোমার মাতার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না।
৯ কারণ তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ,
তোমার গলার হার।
১০ সন্তান আমার, পথভ্রান্ত ছেলেরা যদি তোমাকে ভোলাতে চেষ্টা করে,
তুমি সেই পথে চলো না।
১১ তারা যদি বলে: ‘আমাদের সঙ্গে চল,
এসো, রক্তপাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করি,
একটু ফুর্তি করার জন্য নির্দোষীর জন্য ওত পেতে থাকি,
১২ পাতালের মত ওদের জিয়ন্তই গ্রাস করি,
যারা গহ্বরে নেমে যায় তাদেরই মত ওদের সর্বাঙ্গই গ্রাস করি;
১৩ আমরা সবরকম বহুমূল্য ধন পাব,
নিজ নিজ ঘর লুটের বস্তুতে ভরিয়ে তুলব;
১৪ আমাদের ভাগ্যের অংশী হও,
আমাদের সকলেরই এক থলি থাকবে’—
১৫ সন্তান আমার, তাদের সঙ্গে সেই পথে চলো না,
তাদের মার্গ থেকে দূরেই রাখ তোমার পা;
১৬ কারণ তাদের পা অপকর্মের দিকে দৌড়ে,
রক্তপাত করতে তারা দ্রুতই ছোটে।
১৭ বৃথাই জাল পাতা হয়
পাখিদের চোখের সামনে!

[১৮] ওরা নিজেদের রক্তের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে,
নিজেদেরই প্রাণের বিরুদ্ধে ওত পেতে থাকে।
[১৯] যারা অন্যায়-লাভের পিছনে যায়, এ তাদের পরিণাম,
স্বয়ং অর্থলালসাই ছিনিয়ে নেয় অর্থললুপদের প্রাণ।

স্বয়ং প্রজ্ঞার আহ্বান বাণী

[২০] প্রজ্ঞা পথে পথে চিৎকার করে ডাকে,
রাস্তা-ঘাটে নিজ কণ্ঠস্বর শোনায়;
[২১] সে নগরপ্রাচীরের উপর থেকে ডাকে,
নগরদ্বারের প্রবেশপথে নিজের বাণী ঘোষণা করে:
[২২] 'অনভিজ্ঞ সকল, তোমরা আর কতকাল অনভিজ্ঞতা ভালবাসবে?
বিদ্রূপকারীরা আর কতকাল নিজেদের ঠাট্টা-তামাশায় রত থাকবে?
নির্বোধেরা আর কতকাল সদ্‌জ্ঞান ঘৃণার চোখে দেখবে?
[২৩] আমার সদুপদেশের দিকে ফের;
দেখ, আমি তোমাদের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব,
তোমাদের জানিয়ে দেব আমার সকল বাণী।'
[২৪] যেহেতু আমি ডাকলে তোমরা সম্মতি দিলে না,
আমি হাত বাড়ালে তোমরা কেউই মনোযোগ দিলে না,
[২৫] বরং আমার সমস্ত পরামর্শ অবহেলা করলে,
আমার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করলে,
[২৬] সেজন্য তোমাদের বিপদের ব্যাপারে আমিও হাসব,
তোমাদের উপরে সন্ত্রাস নেমে এলে পরিহাস করব:
[২৭] হ্যাঁ, যখন সন্ত্রাস তোমাদের উপরে ঝড়ো বাতাসের মত নেমে পড়বে,
বিপদ ঘূর্ণিবায়ুর মত তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে,
সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের আঘাত করবে, তখন আমি পরিহাস করব।
[২৮] তখন তারা আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি সাড়া দেব না;
অবিরত আমার সন্ধান করবে, কিন্তু আমার উদ্দেশ পাবে না।
[২৯] যেহেতু তারা সদ্‌জ্ঞান ঘৃণা করল,
প্রভুভয়কে বেছে নিল না,
[৩০] আমার সুমন্ত্রণা মেনে নিল না,
আমার সমস্ত সদুপদেশ অবজ্ঞা করল,
[৩১] সেজন্য তাদের নিজেদের ব্যবহারের ফল ভোগ করবে,
তাদের নিজেদের মতলবের ফলাফলে তৃপ্ত হবে।
[৩২] হ্যাঁ, অনভিজ্ঞদের পথভ্রান্তি তাদের নিজেদের মৃত্যু ঘটাবে,
নির্বোধদের নিশ্চিন্ততা তাদের নিজেদের বিনাশ ডেকে আনবে;
[৩৩] কিন্তু আমার কথায় যে কান দেয়, সে ভরসাভরে বাস করবে,
শান্তি ভোগ করবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করবে না।'

গুপ্তধন ও রক্ষা স্বরূপ প্রজ্ঞা

২ সন্তান আমার, যদি আমার কথাসকল গ্রহণ কর,

যদি আমার আজ্ঞাসকল নিজের অন্তরে গচ্ছিত রাখ,
২ যদি প্রজ্ঞার দিকে কান দাও,
যদি সুবুদ্ধির দিকে হৃদয় নত কর,
৩ হ্যাঁ, যদি সদ্বিবেচনা লাভের জন্য যাচনা কর,
যদি সুবুদ্ধি লাভের জন্য চিৎকার কর,
৪ যদি রুপোর মতই তার অন্বেষণ কর,
গুপ্ত ধনের মতই তার অনুসন্ধান কর,
৫ তবে প্রভুভয় বুঝতে পারবে,
ঈশ্বরজ্ঞানের সন্ধান পাবে।
৬ কেননা প্রভুই প্রজ্ঞা দান করেন,
তাঁরই মুখ থেকে সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি নিঃসৃত হয়।
৭ তিনি ন্যায়বানদের জন্য তাঁর রক্ষা গচ্ছিত রাখেন,
যারা সততায় চলে, তিনি তাদের ঢাল।
৮ কেননা যারা ন্যায়পথে চলে, তিনি তাদের রক্ষা করেন,
তাঁর ভক্তদের সমস্ত পথের উপর দৃষ্টি রাখেন।
৯ তবে তুমি ধর্মময়তা ও ন্যায় উপলব্ধি করবে,
সততা ও সমস্ত মঙ্গলপথও উপলব্ধি করবে।
১০ কেননা প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করবে,
সদ্‌জ্ঞান পুলকিত করবে তোমার প্রাণ।
১১ চিন্তাশীলতা তোমাকে রক্ষা করবে,
সুবুদ্ধি তোমার উপর দৃষ্টি রাখবে
১২ যেন তোমাকে উদ্ধার করে কুপথ থেকে,
সেই সকল লোকের হাত থেকে, কুটিল যাদের কথা,
১৩ অন্ধকার রাস্তায় চলবার জন্য
যারা সরল পথ ত্যাগ করে,
১৪ যারা অপকর্ম সাধনে আনন্দ পায়,
কুটিল চক্রান্তে উল্লসিত হয়,
১৫ যারা বাঁকা পথের পথিক,
যাদের রাস্তা ঘোরালো।
১৬ চিন্তাশীলতা তোমাকে রক্ষা করবে বিজাতীয় স্ত্রীলোক থেকে,
সেই বিদেশিনী থেকে যার কথা মানুষের মন ভোলায়,
১৭ যৌবনকালের সখাকে যে ত্যাগ করেছে,
তার আপন পরমেশ্বরের সন্ধি সে ভুলে গেছে;
১৮ কেননা ওর বাড়ি চালিত করে মৃত্যুর দিকে,
ওর পথ ছায়া-রাজ্যের দিকে।
১৯ যারা ওর কাছে যায়, তারা কেউই আর ফেরে না,
তারা জীবন পথের নাগাল কখনও পায় না।
২০ তাই তুমি ভাল মানুষের মার্গে চলবে,
ধার্মিকের পথ অবলম্বন করবে,

২১ কেননা ন্যায়বান মানুষই দেশে বসবাস করবে,
নিখুঁত মানুষই সেখানে বসতি করবে।
২২ কিন্তু দুর্জনেরা দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হবে,
বিশ্বাসঘাতককে সেখান থেকে উপড়ে ফেলা হবে।

প্রজ্ঞা ও প্রভুভয়

৩ সন্তান আমার, আমার নির্দেশবাণী ভুলো না,
তোমার হৃদয় আমার আজ্ঞাগুলো পালন করুক;
২ যেহেতু সেগুলি দ্বারাই তুমি দীর্ঘায়ু হবে,
তোমার জীবন প্রসারিত হবে,
তুমি শান্তি ভোগ করবে।
৩ কৃপা ও বিশ্বস্ততা তোমাকে কখনও ত্যাগ না করুক,
এগুলো তুমি তোমার গলায় বেঁধে রাখ,
তোমার হৃদয়-ফলকে লিখে রাখ।
৪ তবেই পরমেশ্বরের ও মানুষের দৃষ্টিতে
তুমি অনুগ্রহ ও সাফল্য লাভ করবে।
৫ সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুতে ভরসা রাখ,
তোমার নিজের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা রেখো না;
৬ তোমার সমস্ত পদক্ষেপে তাঁকে স্বীকার কর,
তবে তিনি তোমার সমস্ত পথ সরল করবেন।
৭ নিজেকে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করো না;
প্রভুকে ভয় কর, অপকর্ম থেকে দূরে থাক;
৮ এতে তোমার শরীরের সুস্বাস্থ্য হবে,
এতে তোমার হাড় আরাম পাবে।
৯ তুমি তোমার ধন দ্বারা প্রভুকে সম্মান কর,
তোমার সমস্ত শস্যের প্রথমাংশ দ্বারাও তাঁকে সম্মান কর;
১০ তবে তোমার যত গোলাঘর শস্যের প্রাচুর্যে ভরে উঠবে,
তোমার মাড়াইকুণ্ড নতুন আঙুররসে উথলে পড়বে।
১১ সন্তান আমার, তুমি প্রভুর শাসন অস্বীকার করো না,
তাঁর সদুপদেশে ক্লান্তিবোধ করো না;
১২ কেননা পিতা প্রিয়তম পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন,
তেমনি প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।

জীবনবৃক্ষ স্বরূপ প্রজ্ঞা

১৩ সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছে,
সেই মানুষ, যে সুবুদ্ধি লাভের জন্য ব্যবস্থা করেছে;
১৪ কেননা প্রজ্ঞা রুপোর চেয়ে অধিক লাভজনক,
প্রজ্ঞালাভ সোনার চেয়েও আয়কর।
১৫ প্রজ্ঞা রত্নের চেয়ে বহুমূল্যবান;
তার তুলনায় তোমার যত কামনা-বাসনা শূন্য।

[১৬] তার ডান হাতে রয়েছে দীর্ঘায়ু,
তার বাঁ হাতে ঐশ্বর্য ও সম্মান ;
[১৭] তার সমস্ত পথ মাধুর্যের পথ,
তার সমস্ত মার্গে শান্তি উপস্থিত।
[১৮] যে কেউ তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, প্রজ্ঞা তার পক্ষে জীবনবৃক্ষ ;
যে কেউ তাকে আলিঙ্গন করে, সে সুখে জীবন যাপন করে।
[১৯] প্রভু প্রজ্ঞা দ্বারা পৃথিবীর ভিত স্থাপন করলেন,
সুবুদ্ধি দ্বারা আকাশমণ্ডল দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন ;
[২০] তাঁর জ্ঞান দ্বারা অতল গহ্বর উদ্ঘাটিত হল,
ও মেঘমালা ফোঁটা ফোঁটা শিশির বর্ষণ করে।

[২১] সন্তান আমার, সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা রক্ষা কর,
এগুলো কখনও তোমার দৃষ্টি থেকে দূরে না যাক ;
[২২] এগুলোই হবে তোমার প্রাণের জীবন,
তোমার গলার শোভা।
[২৩] তবে তুমি তোমার পথে ভরসাভরে হেঁটে চলবে,
তোমার পায়ে হোঁচট লাগবে না।
[২৪] তুমি শুইলে তোমাকে ভয়ে কম্পিত হতে হবে না,
তুমি শুইবে, তোমার নিদ্রা মধুর হবে।
[২৫] আকস্মিক সন্ত্রাসের জন্য তুমি ভীত হবে না,
দুর্জনের বিনাশ এলে তার জন্যও নয় ;
[২৬] কেননা স্বয়ং প্রভু হবেন তোমার নিরাপত্তা,
তিনি ফাঁদ থেকে রক্ষা করবেন তোমার পদক্ষেপ।

[২৭] যাদের মঙ্গল করা উচিত, তাদের মঙ্গল করতে অস্বীকার করো না,
যখন তা করবার সাধ্য তোমার আছে।
[২৮] তোমার প্রতিবেশীকে বলো না :
‘যাও, আবার এসো, কালকে দেব’,
যখন বস্তুটা তোমার হাতে থাকে।
[২৯] তোমার বন্ধুর বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি করো না,
যখন সে তোমার পাশে পাশে প্রত্যয়ের সঙ্গে বাস করে।
[৩০] অকারণে কারও সঙ্গে বিবাদ করো না,
যদি সে তোমার অপকার না করে থাকে।
[৩১] হিংসাপন্থীকে হিংসা করো না,
তার আচরণও কোন মতেই অনুকরণ করো না ;
[৩২] কেননা ধূর্ত মানুষ প্রভুর চোখে জঘন্য,
কিন্তু ন্যায়বানদের তিনি তাঁর অন্তরঙ্গতায় গ্রহণ করেন।
[৩৩] প্রভুর অভিশাপ দুর্জনের ঘরের উপর,
কিন্তু ধার্মিকদের আবাস তিনি আশীর্বাদ করেন।
[৩৪] বিদ্রূপকারীদের তিনি বিদ্রূপ করেন,
কিন্তু বিনম্রদের অনুগ্রহ দান করেন।

৩৫ প্রজ্ঞাবানেরা গৌরবের অধিকারী হবে,
কিন্তু নির্বোধেরা কেবল অবজ্ঞাই পাবে।

প্রজ্ঞা মনোনয়ন

৪ সন্তানেরা আমার, পিতার শিক্ষাবাণী শোন,
সদ্বিবেচনা কি, তা জানবার জন্য মনোযোগ দাও,
২ কেননা আমি সুশিক্ষাই তোমাদের দান করছি;
আমার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না।
৩ কারণ আমিও আমার পিতার প্রকৃত সন্তান ছিলাম,
মাতার চোখে কোমল ও অনন্যই ছিলাম।
৪ পিতা আমাকে শিক্ষা দিয়ে বলতেন:
'তোমার হৃদয় আমার কথা ধরে রাখুক;
আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, জীবন পাবে।
৫ প্রজ্ঞা উপার্জন কর, সদ্বিবেচনা উপার্জন কর;
তা কখনও ভুলো না,
আমার মুখের কথা থেকে কখনও দূরে যেয়ো না।
৬ প্রজ্ঞাকে ত্যাগ করো না, তা তোমাকে রক্ষা করবে;
তাকে ভালবাস, তা তোমার উপরে দৃষ্টি রাখবে।
৭ প্রজ্ঞা উপার্জন কর: এ প্রজ্ঞার সূত্রপাত!
যা কিছু উপার্জন করেছ, সেই মূল্যে সদ্বিবেচনা উপার্জন কর।
৮ তাকে সম্মান দেখাও, তা তোমাকে উন্নীত করবে;
তাকে আলিঙ্গন করলে তা হবে তোমার গৌরব।
৯ তা তোমার মাথায় অনুগ্রহের মালা পরিয়ে দেবে,
গরিমার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করবে।

১০ সন্তান আমার, শোন, আমার কথা গ্রহণ করে নাও,
তবে তোমার জীবনের বছরগুলি বহুসংখ্যক হবে।
১১ আমি তোমাকে দেখাচ্ছি প্রজ্ঞার পথ,
তোমাকে চালনা করছি সততার মার্গে।
১২ তুমি হেঁটে চললে তোমার পদক্ষেপে বাধা ঘটবে না,
তুমি দৌড় দিলে হোঁচট খাবে না।
১৩ শাসন আঁকড়ে ধর, তা কখনও ছেড়ে যেয়ো না,
তা পালন কর, কেননা শাসন-ই তোমার জীবন।
১৪ দুর্জনের মার্গে চলো না,
অপকর্মার পথে এগিয়ে যেয়ো না।
১৫ সেই পথ এড়াও, তার কাছ দিয়ে যেয়ো না,
তার দিকে পিঠ ফেরাও, তোমার পথে এগিয়ে যাও।
১৬ কেননা অপকর্ম না করলে তাদের নিদ্রা হয় না,
কারও পতন না ঘটালে তারা নিদ্রা যেতে অস্বীকার করে।
১৭ হ্যাঁ, তারা অপকর্মের রুটি খায়,
অত্যাচারের আঙুররস পান করে।

১৮ ধার্মিকদের পথ প্রভাতের আলোর মত,
যা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উত্তরোত্তর জ্যোতির্ময় হয়।
১৯ দুর্জনদের পথ অন্ধকারের মত :
তারা কিসেতে হোঁচট খাবে, তা জানে না।

২০ সন্তান আমার, আমার বাণীর প্রতি মনোযোগ দাও,
আমার কথায় কান দাও।
২১ তা তোমার চোখের আড়াল হতে দিয়ো না,
তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তা রক্ষা কর।
২২ কেননা যারা তার সন্ধান পায়, তাদের পক্ষে তা জীবন,
তাদের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যস্বরূপ।
২৩ তোমার হৃদয়ের উপর সযত্নে দৃষ্টি রাখ,
কেননা তা থেকেই জীবন নিঃসৃত হয়।
২৪ কুটিল মুখ তোমা থেকে দূরে রাখ,
ছলনাপটু ওষ্ঠ তোমা থেকে দূর করে দাও।
২৫ তোমার চোখ যেন সোজা সামনের দিকে তাকায়,
তোমার চোখের পাতা যেন সামনের দিকে নিবদ্ধ থাকে।
২৬ তোমার পথ সম্বন্ধে সতর্ক থাক,
তোমার সকল পথ স্থিতমূল হোক।
২৭ ডানে কি বামে ফিরো না,
অপকর্ম থেকে পা দূরে রাখ।

ব্যভিচার ও প্রকৃত ভালবাসা

৫ সন্তান আমার, আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও,
আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও ;
২ যেন তুমি আমার সুচিন্তিত বাণী পালন করতে পার,
ও তোমার ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞানের কথা রক্ষা করতে পারে।
৩ বিজাতীয়া স্ত্রীলোকের ওষ্ঠ থেকে মধু ঝরে পড়ে,
তার মুখের তালু তেলের চেয়েও স্নিগ্ধ ;
৪ কিন্তু তার শেষ ফল নাগদানার মত তিত,
দুধারী খড়্গের মত তীক্ষ্ণ।
৫ তার পা মৃত্যুর দিকে নেমে যায়,
তার পদক্ষেপ পাতালে চালনা করে।
৬ সাবধান ! জীবনের পথ হারিয়ো না ;
তার পদক্ষেপ এদিক ওদিক করে, আর তুমি তা জান না।

৭ সুতরাং, সন্তানেরা আমার, আমার কথা শোন ;
আমার মুখের বাণী থেকে দূরে যেয়ো না।
৮ তুমি সেই স্ত্রীলোক থেকে তোমার পথ অধিক দূরেই রাখ,
তার ঘরের দ্বারের কাছেও যেয়ো না ;
৯ পাছে সে তোমার তেজ অন্যজনের হাতে দেয়,

তোমার বছরগুলি নিষ্ঠুর মানুষের হাতে তুলে দেয়;
১০ পাছে অপর কেউই তোমার ধনে তৃপ্ত হয়,
আর তোমার শ্রমের ফল বিজাতীয়ের ঘরে চলে যায়;
১১ পাছে তুমি তোমার ভাগ্যের জন্য দুঃখ কর,
যখন তোমার দেহ ও মাংস ক্ষয় হয়;
১২ পাছে বল: 'হায়, আমি যে শাসন ঘৃণাই করেছি!
আমার হৃদয় সংশোধন-বাণী তুচ্ছ করেছে;
১৩ আমি শুনতে চাইনি আমার গুরুদের কথা,
আমাকে যারা উদ্বুদ্ধ করছিল, তাদের বাণীতে কান দিইনি;
১৪ এখন আমি প্রায় সবরকম অপকর্মের কাছেই উপস্থিত
লোকের ভিড়ে ও জনমণ্ডলীতে।'

১৫ তুমি পান কর তোমারই জলভাণ্ডারের জল,
তোমার কুয়োর টাটকা জল পান কর।
১৬ তোমার জলের উৎস কি বাইরে বয়ে যাবে?
শহরের খোলা জায়গায় কি জলস্রোত বইবে?
১৭ তা বরং কেবল তোমারই জন্য হোক,
তোমার সঙ্গে কোন বিজাতীয়ের জন্য না হোক।
১৮ ধন্য হোক তোমার জলের উৎস,
তুমি তোমার যৌবনের বধূতে আনন্দ কর।
১৯ প্রীতিকর মৃগী ও সৌন্দর্যভরা হরিণী সেই বধূ:
তার বুক তোমাকে সর্বদাই আপ্যায়িত করুক;
তার প্রেমে তুমি সততই মুগ্ধ থাক।
২০ সন্তান আমার, বিজাতীয়া স্ত্রীলোকে কেন মুগ্ধ হবে?
কেন পরজাতীয়ার বুক জড়িয়ে ধরবে?
২১ কেননা প্রভুর দৃষ্টি মানুষের পথের উপরে নিবদ্ধ,
তিনি তার সকল পথ লক্ষ করেন।
২২ দুর্জন তার নিজের শঠতায় ধরা পড়ে,
সে দৃঢ়ভাবে বাঁধা তার নিজের পাপের দড়িতে।
২৩ শাসনের অভাবে সে মারা পড়বে,
তার নিজের বড় মূর্খতার কারণে ভ্রান্ত হবে।

বিবিধ পরামর্শ

৬ সন্তান আমার, যদি প্রতিবেশীর জামিন হয়ে থাক,
যদি অপরের পক্ষে হাতে হাত রেখে থাক,
২ তোমার নিজের মুখের কথায় যদি ফাঁদে পড়ে থাক,
তোমার নিজের মুখের কথায় যদি আটকে পড়ে থাক,
৩ তবে, সন্তান আমার, নিজেকে উদ্ধার করার জন্য একাজ কর:
যেহেতু তুমি তোমার প্রতিবেশীর হাতে ধরা পড়ে গেছ,
সেজন্য যাও, নত হও, তোমার প্রতিবেশীকে সাধাসাধি কর;
৪ তোমার চোখকে নিদ্রা যেতে দিয়ো না,

চোখের পাতাকে বিশ্রাম করতে দিয়ো না ;
৫ হরিণী যেমন ফাঁদ থেকে, তেমনি তুমিও নিজেকে মুক্ত কর,
পাখি যেমন জালিকের হাত থেকে, তেমনি তুমিও নিজেকে উদ্ধার কর।

৬ হে অলস ! পিঁপড়ের কাছে যাও,
তার যত অভ্যাস লক্ষ করে প্রজ্ঞাবান হও।
৭ তার অধ্যক্ষ বলতে কেউ নেই,
সরদার বা মনিবও নেই,
৮ তবু সে গ্রীষ্মকালে নিজের খাদ্য যোগায়,
ফসল কাটার সময়ে অন্ন জমায়।
৯ হে অলস ! আর কতকাল শুয়ে থাকবে ?
কখন্ ঘুম থেকে উঠবে ?
১০ একটু ঘুম, একটু তন্দ্রাভাব,
একটু বিশ্রামের জন্য হাত জড়সড় করা ;
১১ আর ইতিমধ্যে দরিদ্রতা তোমার কাছে আসবে দস্যুর মত,
চরম অভাবও আসবে ভিক্ষুকের মত।

১২ পাষণ্ড ও শঠতাপূর্ণ যে মানুষ,
সে বিকৃত মুখে চলে,
১৩ সে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করে, পা ঘষাঘষি করে ইশারা দেয়,
অঙুলিতর্জন করে,
১৪ হৃদয়ে সে কুটিল সঙ্কল্প আঁটে,
সবসময় অমিল সৃষ্টি করে।
১৫ সেজন্য হঠাৎ তার সর্বনাশ এসে উপস্থিত হবে,
একনিমেষে সে ভেঙে যাবে, আর প্রতিকার থাকবে না।

১৬ এই ছ'টা বিষয় প্রভুর ঘৃণার বস্তু,
এমনকি, সাতটা বিষয় তাঁর কাছে জঘন্য :
১৭ উদ্ধত চোখ, মিথ্যাবাদী জিহ্বা,
এমন হাত যা নির্দোষীর রক্তপাত করে,
১৮ এমন হৃদয় যা দুরভিসন্ধি আঁটে,
এমন পা যা দুষ্কর্ম সাধন করতে দ্রুত,
১৯ এমন মিথ্যাসাক্ষী যে অসত্য কথা রটিয়ে বেড়ায়
ও ভাইদের মধ্যে অমিল ঘটায়।

২০ সন্তান আমার, তোমার পিতার আজ্ঞা পালন কর,
তোমার মাতার নির্দেশবাণী অবজ্ঞা করো না।
২১ তা সর্বদাই তোমার হৃদয়ে গেঁথে রাখ,
তোমার গলায় বেঁধে রাখ।
২২ চলার সময়ে তা তোমাকে পথ দেখাবে,
শোয়ার সময়ে তোমার উপর দৃষ্টি রাখবে,
জেগে ওঠার সময়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

[২৩] কেননা আজ্ঞা প্রদীপ, ও নির্দেশবাণী আলো,
এবং সংশোধন ও শাসন জীবনের পথ।
[২৪] তা তোমাকে রক্ষা করবে ধূর্ত স্ত্রীলোক থেকে,
বিজাতীয়ার স্নিগ্ধ জিহ্বা থেকে।
[২৫] তুমি হৃদয়ে ওর সৌন্দর্য বাসনা করো না,
ওর চোখের লীলা যেন তোমাকে না ভোলায়,
[২৬] কেননা বেশ্যা এক টুকরো রুটি খোঁজ করে,
কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীলোকের লক্ষ্য হল বলবান এক প্রাণ।
[২৭] আগুন বুকে তুলে নিলে
পোশাক কি পুড়ে যাবে না?
[২৮] জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে চললে
পা কি পুড়ে যাবে না?
[২৯] তেমনি তার দশা, পরস্ত্রীর কাছে যে যায়;
তাকে যে স্পর্শ করে, সে অদণ্ডিত থাকবে না।
[৩০] ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জুড়াবার জন্য যে চুরি করে,
লোকে সেই চোরকে ঘৃণার চোখে দেখে না;
[৩১] অথচ ধরা পড়লে তাকেও সাতগুণ ফিরিয়ে দিতে হবে,
তার ঘরের সবকিছুও তুলে দিতে হবে।
[৩২] কিন্তু ব্যভিচারী বুদ্ধিহীন,
তেমন কাজ করে সে নিজেই নিজেকে নষ্ট করে।
[৩৩] সে আঘাত ও অবমাননা পাবে,
তার দুর্নাম কখনও ঘুচবে না।
[৩৪] কেননা প্রেমের অন্তর্জ্বালা স্বামীর ঈর্ষা জাগায়,
প্রতিশোধের দিনে সে ক্ষমা করবে না;
[৩৫] সে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণে রাজি হবে না,
বড় বড় উপহারেও প্রশমিত হবে না।

৭ সন্তান আমার, আমার কথাসকল পালন কর,
আমার আজ্ঞাসকল নিজের অন্তরে গচ্ছিত রাখ।
[২] আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, জীবন পাবে;
চোখের মণির মত আমার নির্দেশবাণী রক্ষা কর;
[৩] তোমার আঙুলগুলিতে সেগুলো বেঁধে রাখ,
তোমার হৃদয়-ফলকে তা লিখে রাখ।
[৪] প্রজ্ঞাকে বল: তুমি আমার বোন,
সদ্বিবেচনাকে তোমার সখী বল;
[৫] সে যেন বিজাতীয়া স্ত্রীলোক থেকে তোমাকে বাঁচায়,
সেই পরজাতীয়া থেকেও, যার ভাষা মানুষকে ভোলায়।

[৬] আমার ঘরের জানালা থেকে আমি
জাফরি দিয়ে লক্ষ করছিলাম;
[৭] অনভিজ্ঞদের মধ্যে আমার দৃষ্টি পড়ল,

আমি যুবকদের মধ্যে বুদ্ধিহীন একজনকে দেখলাম :
৮ সে বাজারের মধ্য দিয়ে—ওই বিজাতীয়ার ঘরের কাছাকাছি কোণের দিকে যাচ্ছিল,
তার ঘরের পথ দিয়েই চলছিল ;
৯ তখন সন্ধ্যাবেলা, দিন অবসান হয়েছিল—
রাত ও অন্ধকারের আবির্ভাব।
১০ তখন দেখ, এক স্ত্রীলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে আসে,
সে বেশ্যা-পোশাকে পরিবৃতা, তার হৃদয়ে চতুরতা উপস্থিত।
১১ সে বাচাল ও গর্বিতা,
তার পা ঘরে থাকে না।
১২ সে কখনও রাস্তায়, কখনও খোলা জায়গায়,
কোণে কোণে ওত পেতে থাকে।
১৩ সে তাকে ধরে চুম্বন করে,
নির্লজ্জ মুখে তাকে বলে :
১৪ 'আমার মিলন-যজ্ঞ দেওয়ার কথা ছিল ;
আজ আমি আমার মানত পূরণ করেছি ;
১৫ এজন্যই তোমার সঙ্গে দেখা করতে বাইরে এসেছি,
তোমার মুখ খোঁজ করতে এসেছি, আর এখন তোমাকে পেয়েছি।
১৬ খাটে আমি কোমল চাদর বিছিয়ে দিয়েছি,
তা মিশরের সূক্ষ্ম কাপড়!
১৭ আমি গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনি দিয়ে
আমার বিছানা সুগন্ধময় করেছি।
১৮ চল, আমরা সকাল পর্যন্ত কামরসে মত্ত হই,
আমরা একসাথে প্রেম-লীলায় সুখভোগ করি।
১৯ কেননা স্বামী ঘরে নেই,
তিনি দূর যাত্রা করেছেন ;
২০ টাকার থলি সঙ্গে নিয়ে গেছেন,
পূর্ণিমার দিনে ঘরে ফিরবেন।'
২১ কুটিল ওষ্ঠে সে তাকে মুগ্ধ করে,
স্নিগ্ধ কথায় তাকে ভোলায় ;
২২ আর সে মূর্খের মত তার পিছনে যায়,
যেমন বলদ জবাইখানায় যায়,
জালে ধরা হরিণের মতই সে তার পিছনে যায়।
২৩ শেষে তার দেহ তীরে বিদ্ধ হয়,
যেমন পাখি ফাঁদে পড়তে দ্রুতই ছোটে,
আর বোঝে না যে, আসন্নই তার প্রাণের সর্বনাশ।
২৪ এখন, সন্তান আমার, আমার বাণী শোন,
আমার মুখের কথায় মনোযোগ দাও।
২৫ তোমার হৃদয় ওর পথে না যাক,
তুমি ওর রাস্তায় ঘোরাফেরা করো না।

[২৬] কেননা সে অনেককেই বিদ্ধ করে তাদের পতন ঘটিয়েছে,
আর যাদের সে শেষ করে ফেলেছে, তারা সকলে ছিল বলবান!
[২৭] তার ঘর হল পাতালের পথ,
যে পথ মৃত্যুর অন্তঃপুরে নেমে যায়।

প্রজ্ঞার দ্বিতীয় আহ্বান বাণী

৮ প্রজ্ঞা কি ডাকছে না?
সুবুদ্ধি কি নিজের কণ্ঠস্বর শোনাচ্ছে না?
[২] সে তো যত উচ্চস্থানের চূড়ায়, যত পথের ধারে,
যত চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়ায়;
[৩] সে তো নগরদ্বারের ধারে, শহরের প্রবেশপথে,
দরজায় দরজায় জোর গলায় আহ্বান করে বলে,
[৪] 'হে মানুষ, তোমাদের উদ্দেশ করে আমি কথা বলছি,
মানবসন্তানদের কাছেই আমার বাণী।
[৫] হে অনভিজ্ঞ, বিচারবুদ্ধি লাভে উদ্বুদ্ধ হও,
হে নির্বোধ, সদ্বিবেচক হও।
[৬] শোন, কারণ আমি উৎকৃষ্ট কথা বলব,
যা ন্যায়, আমার ওষ্ঠ এমন কথা ব্যক্ত করবে।
[৭] আমার মুখ সত্য ঘোষণা করবে,
অধর্ম আমার ওষ্ঠের কাছে জঘন্য বস্তু।
[৮] আমার মুখের সমস্ত কথা ধর্মময়,
তার মধ্যে বাঁকা বা কুটিল কিছুই নেই।
[৯] যে উপলব্ধি করে, তার কাছে সেই সমস্ত কথা ঠিক,
যে সদ্‌জ্ঞান উপার্জন করেছে, তার কাছে সেই সমস্ত কথা সরলসোজা।
[১০] আমার শিক্ষাবাণীই গ্রহণ কর, রুপো নয়,
খাঁটি সোনার চেয়ে সদ্‌জ্ঞান গ্রহণ কর,
[১১] কেননা প্রজ্ঞা মণিমুক্তার চেয়েও মূল্যবান,
বহুমূল্য কোন বস্তু তার সমান নয়।'

প্রজ্ঞার নিজের কথায় ব্যক্ত প্রজ্ঞার প্রশংসাবাদ

[১২] আমি যে প্রজ্ঞা, বিচারবুদ্ধির সঙ্গেই আমার আবাস,
সদ্‌জ্ঞান ও চিন্তাশীলতা আমারই অধিকার।
[১৩] অপকর্ম ঘৃণা করা, এ তো প্রভুভয়;
দর্প, স্পর্ধা, দুর্ব্যবহার ও কুটিল মুখ আমি ঘৃণার চোখে দেখি।
[১৪] আমারই তো সুমন্ত্রণা ও কাণ্ডজ্ঞান;
আমি নিজেই সদ্বিবেচনা; পরাক্রম আমারই।
[১৫] আমা দ্বারা রাজারা রাজত্ব করে,
জনপ্রধানেরা ন্যায়ধর্ম জারি করে;
[১৬] আমা দ্বারা শাসকেরা শাসন করে,
অমাত্যরা ও পৃথিবীর বিচারকর্তারাও তাই।

[১৭] যারা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি ;
যারা অবিরত আমার সন্ধান করে, তারা আমার সন্ধান পায়।
[১৮] আমার কাছে রয়েছে ঐশ্বর্য ও সম্মান,
স্থায়ী সমৃদ্ধি ও ধর্মময়তার ফল।
[১৯] আমার ফল সোনার চেয়ে, খাঁটি সোনার চেয়েও বহুমূল্যবান,
প্রজ্ঞালাভ উৎকৃষ্ট রুপোর চেয়েও আয়কর।
[২০] আমি ধর্মময়তা-মার্গে চলি,
ন্যায্যতার পথে এগিয়ে চলি,
[২১] আমার বন্ধুদের আমি যেন মঙ্গলদানে সজ্জিত করি,
তাদের ধনভাণ্ডার যেন পরিপূর্ণ করি।

[২২] আপন সৃষ্টিকর্মের সূচনা থেকেই প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন,
তাঁর কর্মসাধনের প্রারম্ভে—সেসময় থেকেই !
[২৩] অনাদিকাল থেকে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি,
আদি থেকেই, পৃথিবীর উদ্ভবের সময় থেকেই।
[২৪] অতল গহ্বর তখনও হয়নি যখন আমার জন্ম হয়েছিল,
জলপূর্ণ উৎসধারাও তখনও হয়নি।
[২৫] পর্বতমালার ভিত স্থাপিত হওয়ার আগে,
উপপর্বতের উদ্ভবের আগে আমার জন্ম হয়েছিল ;
[২৬] তিনি তখনও স্থলভূমি বা কোন মাঠও নির্মাণ করেননি,
জগতের প্রথম ধূলিকণাও তখনও গড়েননি।
[২৭] যখন তিনি আকাশ দৃঢ়স্থাপিত করেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম ;
যখন তিনি অতল গহ্বরের বুকে বৃত্ত-রেখা খোদাই করেন,
[২৮] যখন তিনি ঊর্ধ্বে মেঘমালা পুঞ্জিভূত করেন,
যখন অতল গহ্বরের উৎসধারা প্রবল হয়ে ওঠে,
[২৯] যখন তিনি সমুদ্রের সীমারেখা স্থির করেন,
—জলরাশি তাঁর সেই আদেশ লঙ্ঘন না করুক !—
যখন তিনি পৃথিবীর ভিত্তিমূল নিরূপণ করেন,
[৩০] তখন আমি দক্ষ কারিগরের মত তাঁর পাশে ছিলাম,
আমি ছিলাম তাঁর দৈনন্দিনের পুলক,
ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সম্মুখে আমোদপ্রমোদ করতাম ;
[৩১] আমোদপ্রমোদ করে বেড়াতাম তাঁর পৃথিবীর সকল স্থানে,
মানবসন্তানদের মধ্যে থাকতাম পুলকিত প্রাণে।

[৩২] তবে, সন্তানেরা আমার, এখন আমার কথা শোন ;
সুখী তারা, যারা আমার সমস্ত পথে চলে।
[৩৩] শিক্ষাবাণী শোন, প্রজ্ঞাবান হও,
তা অবহেলা করো না।
[৩৪] সুখী সেই মানুষ, যে আমার কথা শোনে,
আমার প্রবেশপথে প্রহরা দেবার জন্য
দৈনন্দিন যে আমার দরজায় জাগ্রত থাকে।

৩৫ কারণ যে আমাকে পায়, সে জীবন পায়,
সে প্রভুর প্রসন্নতা ভোগ করে ;
৩৬ কিন্তু যে আমার খোঁজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সে নিজের ক্ষতি করে ;
যারা আমাকে ঘৃণা করে, তারা সকলে মৃত্যুকে ভালবাসে।

প্রজ্ঞার আতিথেয়তা

৯ প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল,
তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল ;
২ পশু মারল, আঙুররস মিশিয়ে দিল,
শেষে সাজাল ভোজনপাট।
৩ নিজ অনুচারিণী যুবতীদের পাঠিয়ে
সে শহরের সর্বোচ্চ স্থান থেকে ঘোষণা করল :
৪ 'যে অনভিজ্ঞ, সে এখানেই আসুক,'
বুদ্ধিহীনকে সে বলে,
৫ 'এসো তোমরা, আমার রুটি খাও,
পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম।
৬ নির্বুদ্ধিতা ত্যাগ কর, তবেই বাঁচবে,
এগিয়ে চল সদ্বিবেচনার পথে।'

অবোধদের বিরুদ্ধে বাণী

৭ বিদ্রূপকারীকে যে উদ্বুদ্ধ করতে চায়, সে হবে তার অবজ্ঞার পাত্র ;
দুর্জনকে যে ভর্ৎসনা করে, সে হবে তার অপমানের বস্তু।
৮ বিদ্রূপকারীকে ভর্ৎসনা করো না, পাছে সে তোমাকে ঘৃণা করে ;
প্রজ্ঞাবানকেই বরং ভর্ৎসনা কর, সে তোমাকে ভালবাসবে।
৯ প্রজ্ঞাবানকে সুপরামর্শ দাও, সে আরও প্রজ্ঞাবান হবে ;
ধার্মিককে সদ্‌জ্ঞান দাও, তার জ্ঞানভাণ্ডার আরও বৃদ্ধি পাবে।

১০ প্রজ্ঞার সূচনা হল প্রভুভয়,
পবিত্রজনদের সদ্‌জ্ঞান, এই তো সদ্বিবেচনা।

১১ আমা দ্বারাই বাড়বে তোমার আয়ুষ্কাল,
তোমার জীবনের বছর-সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
১২ তুমি প্রজ্ঞাবান হলে, তোমার প্রজ্ঞাই হবে তোমার লাভ ;
তুমি বিদ্রূপকারী হলে, একাই এর দণ্ড বহন করবে।

হীনবুদ্ধির পরিচয়

১৩ অস্থির নারী, সে তো হীনবুদ্ধি ;
এমন বুদ্ধিহীন নারী, যে কিছু জানে না।
১৪ সে বাড়ির দরজার সামনে বসে,
শহরের একটা উচ্চস্থানে সিংহাসনেই বসে ;
১৫ সে পথিকদের ডাকে,
কিন্তু তারা নিজ নিজ পথে এগিয়ে চলে ;

[১৬] সে বলে, ‘যে অনভিজ্ঞ, সে এখানে আসুক।’
বুদ্ধিহীনকে সে বলে,
[১৭] ‘চুরি-করা জল মিষ্টি,
গোপনে ভোগ করা রুটি সুস্বাদু।’
[১৮] কিন্তু ও বুঝতে পারে না যে, সেখানে ছায়াদেশ উপস্থিত,
এও জানে না যে, পাতাল-গভীরেই তার নিমন্ত্রিতদের বাসস্থান।

সলোমনের প্রথম প্রবচনমালা

১০ সলোমনের প্রবচনমালা।

প্রজ্ঞাবান সন্তান পিতার আনন্দের কারণ,
নির্বোধ সন্তান মাতার দুঃখ জন্মায়।

[২] অন্যায়ের ফলে যে ধন, তা কোন উপকারে আসে না,
কিন্তু ধর্মময়তা মৃত্যু থেকে উদ্ধার করে।

[৩] প্রভু ধার্মিকদের ক্ষুধায় ভুগতে দেন না,
কিন্তু দুর্জনদের কামনা ব্যর্থ করেন।

[৪] শিথিল হাত ধনশূন্য করে,
পরিশ্রমী হাত ধনবান করে।

[৫] গ্রীষ্মকালে সঞ্চয় করা, এ দূরদর্শিতার পরিচয়,
ফসল কাটার সময়ে ঘুমিয়ে থাকা, এ অসারতার চিহ্ন।

[৬] ধার্মিকের মাথায় আশিসধারা বিরাজিত ;
দুর্জনদের মুখ অত্যাচার ঢেকে রাখে।

[৭] ধার্মিকের স্মৃতি আশিসমণ্ডিত,
দুর্জনদের নাম পচনশীল।

[৮] যার হৃদয় প্রজ্ঞাময়, সে আজ্ঞা মেনে নেয়,
মূর্খ বাচাল মানুষ বিনাশের দিকে ধাবিত।

[৯] যে সততায় চলে, সে নিরাপদে চলে,
নিজের পথ যে বাঁকা করে, সে শীঘ্রই ধরা পড়ে।

[১০] চোখের সঙ্কেত দুঃখ ঘটায়,
স্পষ্ট ভর্ৎসনা শান্তি আনে।

[১১] ধার্মিকের মুখ জীবনের উৎস,
দুর্জনদের মুখ হিংসা ঢেকে রাখে।

[১২] বিদ্বেষ ঝগড়া জাগায়,
ভালবাসা সমস্ত অপরাধ আবৃত করে।

[১৩] সদ্বিবেচক মানুষের ওষ্ঠে প্রজ্ঞা পাওয়া যায়,
বুদ্ধিহীনের পিঠে লাঠি দেখা দেয়।

[১৪] যারা প্রজ্ঞাবান, তারা সদ্‌জ্ঞান সঞ্চয় করে,

মূর্খের মুখ হল আসন্ন সর্বনাশ।

[১৫] ধনবানের ধনই তার আপন দৃঢ়দুর্গ,
দরিদ্রদের দরিদ্রতাই তাদের আপন সর্বনাশ।

[১৬] ধার্মিকের মজুরি জীবনের উদ্দেশে,
অপকর্মার লাভ পাপের উদ্দেশে।

[১৭] যে শাসন মানে, সে জীবন-পথে চলে,
যে ভর্ৎসনা অবহেলা করে, সে পথভ্রষ্ট হয়।

[১৮] নিজের হিংসা যে ঢেকে রাখে, তার ওষ্ঠ মিথ্যাবাদী,
পরনিন্দা যে রটিয়ে বেড়ায়, সে নির্বোধ।

[১৯] অধিক কথনে অধর্মের অভাব নেই,
যে কেউ ওষ্ঠ সংযত রাখে, সে সদ্বিবেচক।

[২০] উৎকৃষ্ট রুপোই ধার্মিকের জিহ্বা,
দুর্জনদের হৃদয়ের মূল্য বরং অসার।

[২১] ধার্মিকের ওষ্ঠ অনেকের পুষ্টি যোগায়,
বুদ্ধির অভাব মূর্খদের মৃত্যু ঘটায়।

[২২] প্রভুর আশীর্বাদ ধনবান করে,
পরিশ্রম তাতে কিছুই যোগ দেয় না।

[২৩] অপকর্ম সাধনে নির্বোধের আমোদ,
প্রজ্ঞা চাষ করাই সদ্বিবেচকের আমোদ।

[২৪] দুর্জন যা ভয় করে, তা তার নাগাল পায়,
ধার্মিকদের বাসনা বরং পূরণ করা হয়।

[২৫] ঘূর্ণিবায়ু বয়ে গেলে দুর্জন আর থাকে না,
কিন্তু ধার্মিক স্থিতমূল থাকে চিরকাল।

[২৬] যেমন দাঁতের কাছে সির্কা ও চোখের কাছে ধূম,
তেমনি প্রেরণকর্তার কাছে অলস দূত।

[২৭] প্রভুভয় আয়ু প্রসারিত করে,
কিন্তু দুর্জনদের বছর-সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে।

[২৮] ধার্মিকদের আশা আনন্দেই সিদ্ধি পায়,
কিন্তু দুর্জনদের প্রত্যাশা বিলীন হবে।

[২৯] প্রভুর পথ সৎমানুষের কাছে দৃঢ়দুর্গ,
কিন্তু অপকর্মাদের জন্য তা সর্বনাশ।

[৩০] ধার্মিক মানুষ কখনও বিচলিত হবে না,
কিন্তু দুর্জনেরা পৃথিবীতে আশ্রয় পাবে না।

[৩১] ধার্মিকের মুখ ব্যক্ত করে প্রজ্ঞার বাণী,
কিন্তু ছলনাপটু জিহ্বা ছিন্ন করা হবে।

[৩২] ধার্মিকের ওষ্ঠ প্রসন্নতা-জ্ঞানে পূর্ণ,
দুর্জনদের মুখ ছলনামাত্র।

১১ [১] ছলনার নিক্তি প্রভুর কাছে জঘন্য বস্তু,
ন্যায্য বাটখারায় তিনি প্রসন্ন।

[২] অহঙ্কার এলে দুর্নামও আসে ;
বিনম্রতার সঙ্গে প্রজ্ঞারই আগমন।

[৩] ন্যায়বানদের সততা তাদের চালনা করে,
অবিশ্বস্তদের অসততা তাদের নষ্ট করে।

[৪] ক্রোধের দিনে ধন কোন উপকারে আসে না ;
ধর্মময়তা মৃত্যু থেকে উদ্ধার করে।

[৫] সৎমানুষের ধর্মময়তা তার পথ সরল করে ;
দুর্জনের নিজের দুষ্কর্ম তার পতন ঘটায়।

[৬] ন্যায়বানদের ধর্মময়তা তাদের উদ্ধার করে ;
অবিশ্বস্তরা তাদের নিজেদের লালসায় ধরা পড়ে।

[৭] দুর্জন মরলে তার আশ্বাসও বিলুপ্ত হয় ;
অধর্মের প্রত্যাশাও মিলিয়ে যায়।

[৮] ধার্মিকজন সঙ্কট থেকে নিস্তার পায় ;
তার স্থানে দুর্জন উপস্থিত হয়।

[৯] মুখ দ্বারা ভক্তিহীন তার প্রতিবেশীকে বিনাশ করে ;
কিন্তু সদ্‌জ্ঞান দ্বারা ধার্মিকেরা নিস্তার পায়।

[১০] ধার্মিকদের মঙ্গল হলে শহর উল্লাস করে ;
দুর্জনদের বিনাশ হলে আনন্দ-ফুর্তি হয়।

[১১] ন্যায়বানদের আশীর্বাদে শহরের উন্নতি হয় ;
কিন্তু দুর্জনদের বাণীতে শহর উৎপাটিত হয়।

[১২] প্রতিবেশীকে যে তুচ্ছ করে, সে বুদ্ধিহীন ;
বুদ্ধিমান নীরব থাকে।

[১৩] বাজে কথা বলতে বলতে যে ঘুরে বেড়ায়,
সে গোপন কথা অনাবৃত করে ;
আত্মায় যে বিশ্বস্ত, সে সবই গোপন রাখে।

[১৪] রাজনীতির অভাবে জনগণের পতন হয় ;
সুমন্ত্রণাদাতা অনেক হলেই সফলতা হয়।

[১৫] অপরের জন্য যে জামিন হয়, তার ক্লেশ সুনিশ্চিত ;
জামিনের কাজ যে ঘৃণা করে, সে নিরাপদ।

[১৬] অনুগ্রহ-প্রিয়া স্ত্রীলোক জমায় গৌরব ;
দুর্দান্তেরা জমায় ধন।

[১৭] সহৃদয় মানুষ তার নিজের প্রাণেরই উপকার করে ;

নির্দয় তার নিজের মাংসের কাঁটা।

১৮ দুর্জন অসার মজুরি উপার্জন করে ;
যে কেউ ধর্মময়তা-বীজ বোনে, সে বাস্তব মজুরি পায়।

১৯ যে কেউ ধর্মময়তায় অটল, সে জীবন পায় ;
যে কেউ অধর্মের পিছনে দৌড়ে, সে নিজের মৃত্যু ঘটায়।

২০ বাঁকা-হৃদয়ের মানুষেরা প্রভুর চোখে জঘন্য ;
কিন্তু যাদের আচরণ সৎ, তারা তাঁর প্রসন্নতার পাত্র।

২১ এতে নিশ্চিত হও যে, অপকর্মা অদণ্ডিত থাকবে না ;
কিন্তু ধার্মিকদের বংশ নিষ্কৃতি পাবে।

২২ যেমন শূকরের নাকে সোনার নথ,
তেমনি সেই সুন্দরী নারী যার সুবুদ্ধি নেই।

২৩ যা উত্তম, তা-ই ধার্মিকদের একমাত্র অভিলাষ ;
ক্রোধ, কেবল তা-ই দুর্জনেরা প্রত্যাশা করতে পারে।

২৪ কেউ কেউ অর্থ ছড়ায় অথচ আরও সমৃদ্ধ হয় ;
কেউ কেউ অতিমাত্রায় কৃপণ অথচ অভাবে পড়ে।

২৫ মঙ্গলকারী মানুষ সমৃদ্ধি পাবে ;
যে পরের তৃষ্ণা মেটায়, তার তৃষ্ণাও মেটানো হবে।

২৬ যে শস্য আটকে রাখে, লোকে তাকে অভিশাপ দেয় ;
কিন্তু যে শস্য বিক্রি করে, তার মাথার উপরে আশীর্বাদ বিরাজ করে।

২৭ মঙ্গল সাধনে যে তৎপর, সে ঐশপ্রসন্নতাও অন্বেষণ করে ;
কিন্তু অমঙ্গল যে খুঁজে বেড়ায়, অমঙ্গলই হবে তার দশা।

২৮ নিজের ধনে যে নির্ভর করে, তার পতন হবে ;
কিন্তু ধার্মিকেরা পল্লবের মত প্রস্ফুটিত হবে।

২৯ যে নিজের পরিবারের কাঁটা, বাতাসই হবে তার উত্তরাধিকার ;
আর মূর্খ প্রজ্ঞাবানের দাস হবে।

৩০ ধার্মিকদের ফল জীবনবৃক্ষ ;
প্রজ্ঞাবান পরের প্রাণ জয় করে।

৩১ দেখ, ধার্মিকজন পৃথিবীতে তার প্রাপ্য পায়,
তাই দুর্জন ও পাপী আরও কতই না পাবে।

১২ ১ যে শাসন ভালবাসে, সে সদ্‌জ্ঞান ভালবাসে ;
কিন্তু যে শাসন ঘৃণা করে, সে নির্বোধ।

২ সৎমানুষ প্রভুর প্রসন্নতা আকর্ষণ করে ;

কিন্তু যারা ষড়যন্ত্রে প্রীত, তিনি তাদের দোষী করেন।

[৩] অধর্ম দ্বারা মানুষ সুস্থির হয়ে থাকে না ;
কিন্তু ধার্মিকদের মূল বিচলিত হবে না।

[৪] গুণবতী বধূ স্বামীর মুকুট ;
কিন্তু নির্লজ্জ বধূ স্বামীর হাড়ের পচন।

[৫] ধার্মিকদের চিন্তা সবই ন্যায়,
কিন্তু দুর্জনদের সঙ্কল্প সবই ছলনা।

[৬] দুর্জনদের কথাবার্তা রক্তপাতের জন্য ওত পেতে থাকামাত্র ;
কিন্তু ন্যায়বানদের মুখ সেইসব কিছু থেকে রেহাই পাবে।

[৭] দুর্জনদের পতন হলে তারা আর থাকে না ;
কিন্তু ধার্মিকদের ঘর অটল থাকে।

[৮] মানুষ তার বুদ্ধির জন্য প্রশংসা পায় ;
কিন্তু যার হৃদয় কুটিল, সে তাচ্ছিল্যের বস্তু।

[৯] যে ক্ষুদ্র হলেও তবু এক দাস রাখে,
সে সেই দর্পিতের চেয়ে উৎকৃষ্ট, যার খাদ্য নেই।

[১০] ধার্মিক তার নিজের পশুর প্রতি যত্নশীল ;
কিন্তু দুর্জনদের ভাব নিষ্ঠুর।

[১১] যে নিজের জমি চাষ করে, সে রুটিতে পরিতৃপ্ত হয় ;
কিন্তু যে মরীচিকার পিছু পিছু দৌড়ে, সে বুদ্ধিহীন।

[১২] দুর্জন অমঙ্গলকর ফাঁদ বাসনা করে ;
কিন্তু ধার্মিকদের মূল ফলদায়ী।

[১৩] ওষ্ঠের অধর্মে অমঙ্গলকর ফাঁদ থাকে ;
কিন্তু ধার্মিক তেমন সঙ্কট থেকে রক্ষা পাবে।

[১৪] প্রচুর মঙ্গল হল মানুষের নিজের মুখের ফল ;
মানুষ তার নিজের হাতের কাজ অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।

[১৫] মূর্খের পথ তার চোখে সোজা-সরল ;
কিন্তু প্রজ্ঞাবান পরামর্শ শোনে।

[১৬] মূর্খের ক্ষোভ একেবারে ব্যক্ত হয় ;
কিন্তু সতর্ক মানুষ অপমান ঢেকে রাখে।

[১৭] যে সত্যাকাঙ্ক্ষী, সে ধর্মময়তার কথা প্রচার করে ;

কিন্তু মিথ্যাসাক্ষী প্রচার করে ছলনার কথা।

[১৮] কেউ কেউ বিচার-বিবেচনা না করে কথা বলে :
সে খড়্গের মত বিঁধিয়ে দেয় ;
কিন্তু প্রজ্ঞাবানদের জিহ্বা নিরাময় করে।

[১৯] সত্যবাদী ওষ্ঠ চিরস্থায়ী ;
কিন্তু মিথ্যাবাদী জিহ্বা ক্ষণস্থায়ী।

[২০] যে অপকর্ম আঁটে, তার হৃদয়ে ছলনা থাকে ;
কিন্তু যারা শান্তির পরামর্শ দেয়, তাদের সঙ্গে আনন্দই থাকে।

[২১] ধার্মিকের কোন ক্ষতি ঘটবে না ;
কিন্তু দুর্জনেরা দুর্দশায় পূর্ণ হবে।

[২২] মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ প্রভুর চোখে জঘন্য ;
কিন্তু যারা বিশ্বস্ততায় চলে, তারা তাঁর প্রসন্নতার পাত্র।

[২৩] সতর্ক মানুষ নিজের জ্ঞান গোপন রাখে ;
কিন্তু নির্বোধদের হৃদয় মূর্খতা প্রচার করে।

[২৪] পরিশ্রমী হাত কর্তৃত্ব পায় ;
কিন্তু অলস হাত পরাধীন দাস হয়।

[২৫] দুশ্চিন্তা মানুষের হৃদয় ভারী করে ;
কিন্তু উত্তম বাণী তা উৎফুল্ল করে তোলে।

[২৬] ধার্মিকজন নিজের বন্ধুর পথদিশারী ;
কিন্তু দুর্জনদের পথ পথভ্রান্তি ঘটায়।

[২৭] অলস শিকারের মত পশু পাবে না ;
কিন্তু পরিশ্রমীর পক্ষে তার সম্পদ বহুমূল্যবান।

[২৮] ধর্মময়তা-মার্গে রয়েছে জীবন ;
বাঁকা পথ মৃত্যুতে চালনা করে।

১৩ [১] প্রজ্ঞাবান সন্তান পিতার শাসনের ফল ;
বিদ্রূপকারী ভর্ৎসনা শোনে না।

[২] নিজের মুখের ফলে মানুষ মঙ্গল ভোগ করে ;
অবিশ্বস্তদের প্রাণ অত্যাচারে তৃপ্তি পায়।

[৩] নিজের মুখের উপরে যে সতর্ক দৃষ্টি রাখে, সে নিজের প্রাণ রক্ষা করে ;
যে কেউ ওষ্ঠ বেশি খুলে দেয়, তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

[৪] অলসের প্রাণ অর্থললুপ, কিন্তু কিছুই পায় না ;
পরিশ্রমীদের প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়।

[৫] ধার্মিক মিথ্যাকথা ঘৃণা করে ;
কিন্তু দুর্জন পরনিন্দা ও দুর্নাম রটিয়ে বেড়ায়।

[৬] যার আচরণ নিখুঁত, ধর্মময়তা তাকে রক্ষা করে ;
পাপ দুর্জনের সর্বনাশ ঘটায়।

[৭] কেউ আছে যে ধনবান হওয়ার ভান করে, কিন্তু তার কিছু নেই ;
আর কেউ আছে যে ধনশূন্য হওয়ার ভান করে, কিন্তু তার আছে মহাধন।

[৮] মানুষের ধন তার প্রাণের মুক্তিমূল্য ;
কিন্তু দরিদ্রকে কোন হুমকি শুনতে হবে না।

[৯] ধার্মিকের আলো আনন্দদায়ী ;
দুর্জনদের প্রদীপ নিভে যায়।

[১০] দম্ভে কেবল ঝগড়া-বিবাদের উদ্ভব হয় ;
যারা পরামর্শ শোনে, তাদেরই কাছে প্রজ্ঞা বিরাজিত।

[১১] একনিমেষে অর্জিত ধন ক্ষয় হয় ;
আস্তে আস্তে যে সঞ্চয় করে, তার ধন বৃদ্ধি পায়।

[১২] বিলম্বিত প্রত্যাশা হৃদয় পীড়িত করে ;
মনোবাঞ্ছার সিদ্ধি জীবনবৃক্ষ স্বরূপ।

[১৩] বাণীকে যে তুচ্ছ করে, সে নিজের সর্বনাশ ঘটায় ;
আজ্ঞা যে মেনে চলে, সে পুরস্কার পাবে।

[১৪] প্রজ্ঞাবানের নির্দেশবাণী জীবনের উৎস ;
তা মৃত্যুর ফাঁদ এড়াবার পথ।

[১৫] পাকা বুদ্ধি অনুগ্রহ জয় করে ;
কিন্তু অবিশ্বস্তদের পথ রুঢ়।

[১৬] যে কেউ সতর্ক, সে জেনে শুনেই কাজ করে ;
নির্বোধ নিজের মূর্খতা প্রকাশ করে।

[১৭] দুর্জন দূত অনিষ্ট ঘটায় ;
বিশ্বস্ত দূত স্বাস্থ্যস্বরূপ।

[১৮] শাসন যে অমান্য করে, সে দরিদ্রতা ও লজ্জা পাবে ;
ভর্ৎসনা যে মান্য করে, সে সমাদৃত হবে।

[১৯] বাসনার সিদ্ধি প্রাণে মধুর লাগে ;
অন্যায় থেকে সরে যাওয়া নির্বোধের কাছে জঘন্য কাজ।

[২০] প্রজ্ঞাবানদের সহচর হও, নিজেই প্রজ্ঞাবান হবে ;
যে নির্বোধদের বন্ধু, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

[২১] অমঙ্গল পাপীদের পিছনে ধাওয়া করে ;
কিন্তু সমৃদ্ধিই হবে ধার্মিকদের পুরস্কার।

[২২] সৎমানুষ সন্তানসন্ততিদের জন্য উত্তরাধিকার রেখে যায় ;
পাপীর ধন ধার্মিকদের জন্যই সঞ্চিত।

[২৩] দরিদ্রদের ভূমির আল অন্নে পরিপূর্ণ ;
কিন্তু এমন কেউ আছে, যে ন্যায়ের অভাবে মরে।

[২৪] লাঠি যে কম ব্যবহার করে, সে সন্তানকে ঘৃণা করে ;
কিন্তু তাকে যে ভালবাসে, সে তাকে শাসন করতে তৎপর।

[২৫] ধার্মিক তৃপ্তি সহকারেই খায় ;
দুর্জনদের উদর শূন্য থাকে।

১৪ [১] গৃহিণীর প্রজ্ঞা তার ঘর গেঁথে তোলে ;
মূর্খতা নিজের হাতেই তা ভেঙে ফেলে।

[২] যে সততায় চলে, সে-ই প্রভুকে ভয় করে ;
যে বাঁকা পথে চলে, সে তাঁকে অবজ্ঞা করে।

[৩] মূর্খের মুখে থাকে অহঙ্কারের অঙ্কুর ;
কিন্তু প্রজ্ঞাবানদের ওষ্ঠ তাদের রক্ষা করে।

[৪] বলদ না থাকলে গোলাঘর শূন্য ;
বৃষের তেজে ধনের প্রাচুর্য।

[৫] প্রকৃত সাক্ষী মিথ্যা বলে না ;
মিথ্যাসাক্ষী নিশ্বাসে নিশ্বাসেই অসত্য বলে।

[৬] বিদ্রূপকারী প্রজ্ঞার অন্বেষণ করে, তবু তা বৃথা কাজ ;
দূরদর্শীর পক্ষে সদ্‌জ্ঞান সুলভ।

[৭] নির্বোধের কাছ থেকে দূরে থাক,
তার কাছে সদ্‌জ্ঞানের ওষ্ঠ পাবে না।

[৮] নিজ পথ বুঝে নেওয়াতেই সতর্ক মানুষের প্রজ্ঞা ;
কিন্তু নির্বোধদের মূর্খতা ছলনামাত্র।

[৯] মূর্খ যারা, তারা দোষকে কোন মূল্য দেয় না ;
কিন্তু ন্যায়বানদের মধ্যেই ঐশপ্রসন্নতা বিরাজিত।

[১০] হৃদয় নিজের তিক্ততা উপলব্ধি করে ;
অপর কেউই তার আনন্দের অংশী হতে পারে না।

[১১] দুর্জনদের ঘর বিধ্বস্ত হবে ;
ন্যায়বানদের তাঁবু সমৃদ্ধ হবে।

[১২] একটা পথ আছে, যা মানুষের দৃষ্টিতে সরল ;
কিন্তু তার পরিণাম মৃত্যু-পথ।

[১৩] হাসির দিনেও হৃদয় যন্ত্রণাভোগ করে ;
আনন্দের পরিণামও ক্লেশ হতে পারে।

[১৪] যে অটল নয়, সে নিজের আচরণের ফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবে ;
সৎমানুষ নিজের কর্মফলেই তৃপ্তি পাবে।

[১৫] যে নির্বোধ, সে সকল কথা বিশ্বাস করে ;
সতর্ক মানুষ নিজ পদক্ষেপের উপর দৃষ্টি রাখে।

[১৬] প্রজ্ঞাবান ভয় ক'রে অন্যায় থেকে সরে যায় ;
নির্বোধ অভিমানী ও দুঃসাহসী।

[১৭] ক্রোধ-প্রকৃতির মানুষ মূর্খের মত কাজ করে ;
কিন্তু চিন্তাশীল মানুষ সহনশীল।

[১৮] অনভিজ্ঞরা মূর্খতার অধিকারী হবে ;
সতর্ক মানুষ সদ্‌জ্ঞান-মুকুটে ভূষিত হবে।

[১৯] অপকর্মারা সৎমানুষদের উদ্দেশে প্রণিপাত করবে ;
দুর্জনেরা ধার্মিকদের দরজায় প্রণত হবে।

[২০] গরিব মানুষ বন্ধুর কাছেও ঘৃণার পাত্র ;
কিন্তু ধনবানের বন্ধু বহু।

[২১] প্রতিবেশীকে যে অবজ্ঞা করে, সে পাপ করে ;
বিনম্রদের যে দয়া করে, সে সুখে থাকে।

[২২] যারা অপকর্ম করে, তারা কি ভ্রান্ত হয় না?
যারা সৎকাজ করে, তারা কৃপা ও বিশ্বস্ততার পাত্র।

[২৩] সমস্ত পরিশ্রমে একটা লাভ আছে,
ওষ্ঠের বাচালতা কেবল অভাব ঘটায়।

[২৪] প্রজ্ঞাবানদের ধনই তাদের মুকুট ;
নির্বোধদের মূর্খতা মূর্খতা ফলায়।

[২৫] প্রকৃত সাক্ষী লোকদের প্রাণ রক্ষা করে ;
যে মিথ্যা রটায়, সে ছলনাই করে।

[২৬] প্রভুভয়ে রয়েছে দৃঢ়দুর্গ ;
তাঁর সন্তানদের পক্ষে তা আশ্রয়স্বরূপ।

[২৭] প্রভুভয় জীবনের উৎস,
তা মৃত্যুর ফাঁদ এড়াবার পথ।

[২৮] বহুসংখ্যক প্রজাই রাজার মহিমা ;
জনগণের অভাব নৃপতির সর্বনাশ।

[২৯] যে ক্রোধে ধীর, সে বড় সুবুদ্ধির অধিকারী ;
যে ক্রোধে প্রবণ, সে মূর্খতা দেখায়।

[৩০] শান্ত হৃদয় সর্বাঙ্গের জীবন ;
কিন্তু হিংসা হাড়ের পচন।

[৩১] দীনহীনকে যে অত্যাচার করে, সে নিজের নির্মাতাকে অপমান করে ;
নিঃস্বের প্রতি যে দয়াবান, সে তাঁকে সম্মান করে।

[৩২] অপকর্মা নিজের অপকর্মে ভেসে যাবে ;
কিন্তু ধার্মিক নিজের সততায় আশ্রয় পাবে।

[৩৩] সদ্বিবেচক হৃদয়ে প্রজ্ঞা বসবাস করে ;
নির্বোধদের অন্তরে তা কি দেখা দেবে?

[৩৪] ধর্মময়তা জাতির উন্নতি সাধন করে ;
পাপ জাতিগুলির কলঙ্ক।

[৩৫] রাজার প্রসন্নতা বুদ্ধিমান সেবকের প্রতি ;
কিন্তু তাঁর দুর্নাম যে ঘটায়, সে তাঁর ক্রোধের পাত্র।

১৫ [১] কোমল উত্তর ক্রোধ প্রশমিত করে ;
কটুবাক্য কোপ উত্তেজিত করে।

[২] প্রজ্ঞাবানদের জিহ্বা সদ্‌জ্ঞান আকর্ষণীয় করে ;
নির্বোধদের মুখ মূর্খতা ব্যক্ত করে।

[৩] প্রভুর চোখ সর্বস্থানেই রয়েছে,
তা অপকর্মা ও ভাল সকলকেই তলিয়ে দেখে।

৪ নিরাময়কারী জিহ্বা জীবনবৃক্ষ স্বরূপ ;
ছলনাপটু জিহ্বা আত্মা ভেঙে ফেলে।

৫ মূর্খ নিজের পিতার শাসন অগ্রাহ্য করে ;
যে ভর্ৎসনা মানে, সে-ই সতর্ক হবে।

৬ ধার্মিকের ঘরে থাকে মহাধন ;
দুর্জনের আয়ে থাকে উদ্বেগ।

৭ প্রজ্ঞাবানদের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান ব্যাপ্ত করে ;
নির্বোধদের হৃদয় তেমন নয়।

৮ দুর্জনদের যজ্ঞ প্রভুর চোখে জঘন্য,
ন্যায়বানদের প্রার্থনা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য।

৯ দুর্জনদের পথ প্রভুর চোখে জঘন্য,
ধর্মময়তা যার লক্ষ্য, তাকেই তিনি ভালবাসেন।

১০ যে সৎপথ ত্যাগ করে, তার জন্য শাস্তি কঠোর ;
সংশোধন যে ঘৃণা করে, তার মৃত্যু হবে।

১১ পাতাল ও বিনাশস্থান প্রভুর দৃষ্টিগোচর ;
তবে আদমসন্তানদের হৃদয়ও কি তেমনি নয়?

১২ বিদ্রূপকারী সংশোধন ভালবাসে না ;
সে প্রজ্ঞাবানদের সহচর নয়।

১৩ আনন্দিত হৃদয় মুখকে উৎফুল্ল করে তোলে ;
কিন্তু হৃদয়ের ব্যথায় আত্মা ভেঙে পড়ে।

১৪ সদ্বিবেচকের হৃদয় সদ্‌জ্ঞান অন্বেষণ করে ;
নির্বোধদের মুখ মূর্খতার মাঠে চরে।

১৫ দুঃখার্তের সকল দিন অশুভ ;
যার হৃদয় উৎফুল্ল, তার জন্য সবসময়ই উৎসব।

১৬ উদ্বেগের মধ্যে প্রচুর সম্পদের চেয়ে
প্রভুভয়ের আশ্রয়ে সামান্য সম্পদই শ্রেয়।

১৭ ঘৃণার পরিবেশে মোটা-সোটা বলদের মাংসের চেয়ে
ভালবাসার পরিবেশে শাকের রান্নাই শ্রেয়।

১৮ ক্রোধ-প্রকৃতির যে মানুষ, সে ঝগড়া খুঁচিয়ে তোলে ;
ক্রোধে যে ধীর, সে ঝগড়া থামিয়ে দেয়।

১৯ অলসের পথ কাঁটার বেড়ার মত ;
ন্যায়বানদের পথ সমতল পথ।

২০ প্রজ্ঞাবান সন্তান পিতার আনন্দের কারণ ;
নির্বোধ মানুষ মাকে অবজ্ঞা করে।

২১ মূর্খতা তারই আনন্দ, যে বুদ্ধিহীন ;
বুদ্ধিমান লোক সরল পথে চলে।

২২ সুমন্ত্রণার অভাবে যত সঙ্কল্প ব্যর্থ হয় ;
বহু সুমন্ত্রণাদাতার দেওয়া সঙ্কল্প সফল হয়।

২৩ উত্তর দিতে যে সক্ষম, তা তার পক্ষে আনন্দ ;
ঠিক সময় দেওয়া বাণী কেমন উত্তম !

২৪ বুদ্ধিমানের জন্য জীবন-পথ ঊর্ধ্বগামী,
যেন তাকে সেই পাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, যা অধঃস্থিত।

২৫ প্রভু দর্পীদের ঘর নামিয়ে দেন,
বিধবার জমির সীমানা স্থির রাখেন।

২৬ দুরভিসন্ধি প্রভুর চোখে জঘন্য,
প্রীতিপূর্ণ কথা তাঁর চোখে বিশুদ্ধ।

২৭ অর্থলোভী নিজ পরিজনদের কাঁটা ;
উৎকোচ যে ঘৃণা করে, সে জীবন পাবে।

২৮ ধার্মিকের মন উত্তর দেবার আগে চিন্তা করে ;
দুর্জনদের মুখ হিংসার কথা ব্যক্ত করে।

২৯ প্রভু দুর্জনদের কাছ থেকে দূরে থাকেন,
কিন্তু তিনি ধার্মিকদের প্রার্থনা শোনেন।

৩০ আলোময় চোখ হৃদয়ে আনন্দ জন্মায় ;
শুভসংবাদ হাড়গুলি পুনরুজ্জীবিত করে।

৩১ যার কান জীবনদায়ী সাবধান বাণী শোনে,
সে প্রজ্ঞাবানদের মধ্যে বসতি করে।

৩২ শাসন যে অমান্য করে, সে নিজের প্রাণকে অবজ্ঞা করে ;
সাবধান বাণী যে শোনে, সে বুদ্ধি উপার্জন করে।

৩৩ ঈশ্বরভীতি মানুষকে প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে ;
গৌরবের আগে বিনম্রতাই চাই।

১৬ [১] মানুষের হৃদয় বহু পরিকল্পনা সাজাতে পারে,
কিন্তু কেবল প্রভুই সাড়া দেন।

[২] মানুষ নিজের আচরণ শুদ্ধ মনে করে,
কিন্তু প্রভুই আত্মাকে তলিয়ে দেখেন।

[৩] যা কিছু কর, সবই প্রভুর হাতে সঁপে দাও,
তবে তোমার যত সঙ্কল্প সফল হবে।

[৪] প্রভু বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সবকিছু নির্মাণ করেছেন,
দুর্জনকেও তিনি গড়েছেন দুর্দশার দিনের উদ্দেশ্যে।

[৫] গর্বোদ্ধত হৃদয় প্রভুর দৃষ্টিতে জঘন্য,
তেমন হৃদয় নিশ্চয় অদণ্ডিত থাকবে না।

[৬] সহৃদয়তা ও বিশ্বস্ততায় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়,
প্রভুভয়ের আশ্রয়ে অনিষ্ট এড়ানো হয়।

[৭] মানুষের পথ যখন প্রভুর দৃষ্টিতে গ্রহণীয়,
তখন তিনি তার সঙ্গে শত্রুদেরও পুনর্মিলিত করেন।

[৮] অন্যায়ভাবে অর্জিত প্রচুর সম্পদের চেয়ে
ন্যায্যতায় অর্জিত সামান্য সম্পদই শ্রেয়।

[৯] মানুষ নিজের আচরণে অনেক চিন্তা দেয়,
কিন্তু প্রভুই তার পদক্ষেপ সুস্থির করেন।

[১০] রাজার ওষ্ঠে দৈববাণী উপস্থিত,
বিচারে তাঁর মুখ সত্যলঙ্ঘন করবে না।

[১১] খাঁটি তুলাদণ্ড ও নিক্তি প্রভুরই ;
থলির বাটখারাগুলো তাঁরই তৈরী বস্তু।

[১২] দুরাচার রাজাদের চোখে জঘন্য ;
যেহেতু সিংহাসন ধর্মময়তায়ই স্থির থাকে।

[১৩] ধর্মশীল ওষ্ঠে রাজা প্রীত ;
তিনি ন্যায়বাদীর প্রতি প্রসন্ন।

[১৪] রাজার ক্রোধ মৃত্যুর দূতের মত ;
কিন্তু প্রজ্ঞাবান তা প্রশমিত করবে।

[১৫] রাজার মুখের আলোয় রয়েছে জীবন ;
তাঁর প্রসন্নতা শেষ বর্ষার মেঘের মত।

১৬ সোনার চেয়ে প্রজ্ঞালাভ কেমন উত্তম!
রুপোর চেয়ে সদ্বিবেচনা বেছে নাও!

১৭ অন্যায় থেকে সরে যাওয়াই ন্যায়বানদের মার্গ;
যে নিজের পথ রক্ষা করে, সে নিজের প্রাণ বাঁচায়।

১৮ বিনাশের আগে আসে অহঙ্কার;
পতনের আগে মনে আসে গর্ব।

১৯ অহঙ্কারীদের সঙ্গে লুটের মাল ভাগ ভাগ করার চেয়ে
দরিদ্রদের সঙ্গে নম্রচিত্ত হওয়াই শ্রেয়।

২০ কথনে যে চিন্তাশীল, সে মঙ্গল পাবে;
প্রভুতে যে ভরসা রাখে, সে সুখে থাকে।

২১ যার মন প্রজ্ঞাপূর্ণ, সে সদ্বিবেচক বলে অভিহিত হবে;
মধুর কথন আরও সহজে পরের মন জয় করে।

২২ বুদ্ধি বুদ্ধিমানের পক্ষে জীবনের উৎস;
মূর্খতা মূর্খদের শাস্তি।

২৩ প্রজ্ঞাবানের হৃদয় মুখ সদ্বিবেচক করে;
তার ওষ্ঠ আরও সহজে পরের মন জয় করে।

২৪ মনোহর বাণী মৌচাকের মত;
তা জিহ্বার পক্ষে মাধুর্য, স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাময়।

২৫ একটা পথ আছে, যা মানুষের চোখে সোজা-সরল,
কিন্তু তার পরিণাম মৃত্যু-পথ।

২৬ শ্রমিকের ক্ষুধাই তাকে পরিশ্রম করায়;
বস্তুত তার মুখ তাকে প্রেরণা দেয়।

২৭ পাষণ্ড অনিষ্ট আঁটে,
তার ওষ্ঠে যেন জ্বলন্ত কয়লা উপস্থিত।

২৮ কুটিল মানুষ ঝগড়া-বিবাদ বাধায়,
পরনিন্দুক বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।

২৯ অত্যাচারী প্রতিবেশীকে লোভ দেখায়,
এবং তাকে অন্যায়-পথের দিকে চালিত করে।

৩০ যে চোখ টেপে, সে ফন্দি খাটায়;
যে ঠোঁট বাঁকায়, সে দুষ্কর্ম করেই ফেলেছে।

[৩১] পাকা চুল শোভার মুকুট ;
তা ধর্মময়তা-পথে পাওয়া যায়।

[৩২] ক্রোধে যে ধীর, সে বীরের চেয়েও উত্তম ;
নিজের আত্মাকে যে বশীভূত রাখে,
সে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ, শহর যে জয় করে।

[৩৩] গুলিবাঁটের গুলি কোলে ফেলা হয়,
কিন্তু নিষ্পত্তি কেবল প্রভুর উপরেই নির্ভর করে।

১৭ [১] ভোজসভায় ও ঝগড়া-বিবাদেও ভরা ঘরের চেয়ে
শান্তির সঙ্গে এক টুকরো শুষ্ক রুটি শ্রেয়।

[২] যে দাস বুদ্ধির সঙ্গে চলে, সে অযোগ্য সন্তানের উপরে কর্তৃত্ব করবে,
ভাইদের মধ্যে সে উত্তরাধিকারের অংশী হবে।

[৩] রুপোর জন্যই মূষা ও সোনার জন্যই হাপর,
কিন্তু প্রভুই হৃদয় যাচাই করেন।

[৪] দুষ্কর্মা শঠতাপূর্ণ ওষ্ঠে মনোযোগ দেয় ;
মিথ্যাবাদী পরনিন্দুক জিহ্বায় কান দেয়।

[৫] দীনহীনকে যে পরিহাস করে, সে তার নির্মাতাকে অপমান করে ;
পরের বিপদে যে আনন্দ পায়, সে অদণ্ডিত থাকবে না।

[৬] সন্তানদের সন্তানসন্ততিরা বৃদ্ধদের মুকুট,
পিতারাই সন্তানদের শোভা।

[৭] সাধু ভাষা অবোধের ওষ্ঠে শোভা পায় না ;
মিথ্যাকথা জননেতার ওষ্ঠে আরও কম শোভা পায়।

[৮] গ্রাহকের দৃষ্টিতে উপহার জাদু-রত্নার মত ;
তা যে দিকে ফেরে, সেই দিকে কৃতকার্য হয়।

[৯] অপরাধ যে আবৃত রাখে, সে বন্ধুত্ব পোষণ করে ;
অপরাধ যে অনাবৃত করে, সে বন্ধুত্বের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।

[১০] বুদ্ধিমানের মনে সাবধান বাণী যত রেখাপাত করে,
নির্বোধের মনে একশ' প্রহারও তত রেখাপাত করে না।

[১১] অপকর্মা কেবল বিদ্রোহ চায়,
তার বিরুদ্ধে নির্দয় দূতকে পাঠানো হবে।

[১২] মূর্খতা-মগ্ন নির্বোধের চেয়ে
শাবক-বঞ্চিতা ভালুকীর সঙ্গেই দেখা করা শ্রেয়।

১৩ উপকারের বিনিময়ে যে অপকার করে,
অপকার তার ঘর ত্যাগ করবে না।

১৪ ঝগড়ার আরম্ভ জলরাশি ছাড়বার মত,
তাই শেষ পর্যায়ের আগে ঝগড়া ত্যাগ কর।

১৫ দুর্জনকে যে নির্দোষী করে ও ধার্মিককে যে দোষী করে,
তারা দু'জনেই প্রভুর চোখে জঘন্য।

১৬ নির্বোধের হাতে অর্থ কেন থাকবে?
কি প্রজ্ঞা কিনবার জন্য? তার তো সেই বুদ্ধি নেই!

১৭ বন্ধু সবসময় ভালবাসে,
ভাই দুর্দশার জন্যই জন্ম নেয়।

১৮ যে মানুষ জামিন দেয়, সে বুদ্ধিহীন;
প্রতিবেশীর জন্য যে জামিন হয়, সেও তাই।

১৯ যে ঝগড়া ভালবাসে, সে অধর্ম ভালবাসে;
যে উচ্চ তোরণ গাঁথে, সে বিনাশের খোঁজে বেড়ায়।

২০ যার হৃদয় কুটিল, সে সুখ পাবে না;
যার জিহ্বা বাঁকা, সে বিপদে পড়বে।

২১ নির্বোধের জন্মদাতা নিজের ক্লেশ জন্মায়;
অবোধের পিতা আনন্দ চেনে না।

২২ উৎফুল্ল হৃদয় উত্তম ঔষধ;
ভগ্ন আত্মা হাড় শুষ্ক করে।

২৩ দুর্জন চাদরের নিচে উৎকোচ গ্রহণ করে,
যেন ন্যায়পথ বাঁকাতে পারে।

২৪ বুদ্ধিমানের সামনে প্রজ্ঞাই উপস্থিত;
কিন্তু নির্বোধের চোখ পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে।

২৫ নির্বোধ সন্তান তার পিতার যন্ত্রণা,
আর সে তার জননীর শোক জন্মায়।

২৬ যে নির্দোষ, তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত নয়,
নিরপরাধীকে প্রহার করা আরও খারাপ।

২৭ যে কেউ কথন সংযত রাখে, সে জ্ঞানবান;
আত্মা যে শান্ত রাখে, সে বুদ্ধিমান।

২৮ মূর্খও নীরব থাকলে প্রজ্ঞাবান বলে গণ্য হয়;
যে কেউ ওষ্ঠ রুদ্ধ রাখে, সেও সদ্বিবেচক বলে পরিগণিত হয়।

১৮ ১ যে একা থাকতে চায়, সে নিজের ইচ্ছা পালন করতে চায়,
এবং সমস্ত উপায় দিয়ে ঝগড়া-বিবাদ বাধায়।

২ নির্বোধ সুবুদ্ধিতে প্রীত নয়,
কেবল নিজের ভাব প্রকাশেই সে প্রীত।

৩ অপকর্ম এলে অসম্মানও আসে,
অপমানের সঙ্গে দুর্নামেরও আগমন।

৪ মানুষের মুখের কথা গভীর জলের মত,
প্রজ্ঞার উৎস উপচে পড়া জলস্রোতের মত।

৫ বিচারে ধার্মিকের ক্ষতি করার জন্য
দুর্জনের পক্ষপাত করা ভাল নয়।

৬ নির্বোধের ওষ্ঠ ঝগড়া-বিবাদও সঙ্গে করে নিয়ে আসে,
তার মুখ 'মার মার' বলে ডাকে।

৭ নির্বোধের মুখ তার সর্বনাশ ঘটায়,
তার নিজের ওষ্ঠই তার নিজের ফাঁদ।

৮ পরনিন্দুকের কথা মিষ্টান্নের মত,
তা সরাসরিই অন্ত্ররাজিতে নেমে যায়।

৯ স্বকর্মে যে অলস,
সে বিনাশকের সহোদর।

১০ প্রভুর নাম সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ;
ধার্মিক তাতে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদে থাকে।

১১ ধনবানের ধনই তার দৃঢ়দুর্গ,
তার ধারণায় তা উচ্চ প্রাচীরস্বরূপ।

১২ পতনের আগে মানুষের হৃদয় গর্বিত,
গৌরবের আগে বিনম্রতাই চাই।

১৩ শুনবার আগে যে উত্তর দেয়,
তা তার পক্ষে মূর্খতা ও লজ্জার বিষয়।

১৪ মানুষের আত্মা পীড়ায় তাকে সুস্থির করে,
কিন্তু ভগ্ন আত্মাকে কে বহন করতে পারে?

[১৫] সদ্বিবেচকের হৃদয় সদ্‌জ্ঞান উপার্জন করে,
প্রজ্ঞাবানদের কান সদ্‌জ্ঞানের সন্ধান করে।

[১৬] উপহার মানুষের সামনে যত দরজা খুলে দেয়,
তাকে উপস্থিত করে বড় লোকের সাক্ষাতে।

[১৭] যে প্রথমে আত্মপক্ষ সমর্থন করে, মনে হয়, সে-ই নির্দোষ;
কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী এসে তার যুক্তি খণ্ডন করে।

[১৮] গুলিবাঁট ক'রে ঝগড়া বন্ধ করা হয়,
ও ক্ষমতাশালীদের মধ্যে মীমাংসা করা হয়।

[১৯] ক্ষুব্ধ ভাই দৃঢ়দুর্গের চেয়েও দুর্গম,
আর ঝগড়া-বিবাদ দুর্গের অর্গলের মত শক্ত।

[২০] মানুষের অন্তর তার মুখের ফলে ভরে,
মানুষ নিজের ওষ্ঠের ফলে নিজের উদর পূর্ণ করে।

[২১] মৃত্যু ও জীবন জিহ্বার হাতে:
যারা জিহ্বাকে ভালবাসে, তারা তার ফল ভোগ করতে বাধ্য।

[২২] বধূকে যে পেয়েছে, সে মহাধন পেয়েছে,
সে প্রভুর প্রসন্নতাই পেয়েছে।

[২৩] গরিব মানুষ মিনতি নিবেদন করে,
ধনবান কড়া উত্তর দেয়।

[২৪] যার অনেক বন্ধু আছে, সে টুকরো টুকরো হবে;
কিন্তু এমন বন্ধু আছে, যে ভাইয়ের চেয়েও ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

১৯ [১] উচ্ছৃঙ্খল ধনীর চেয়ে সেই দরিদ্রই শ্রেয়,
যে সততায় চলে।

[২] সুচিন্তিত নয় যে একাগ্রতা, তা ভাল নয়,
যে অতিদ্রুত পদক্ষেপে চলে, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

[৩] মূর্খতা মানুষের পথে বাধা দেয়,
পরে সেই মানুষ প্রভুর উপরেই রুষ্ট হয়।

[৪] ধন বন্ধুদের সংখ্যা বাড়ায়,
কিন্তু গরিবকে তার বন্ধু থেকেও বঞ্চিত করা হয়।

[৫] মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকবে না,
কোন মিথ্যাভাষী নিষ্কৃতি পাবে না।

[৬] অনেকে দানশীল মানুষের স্তুতিবাদ করে,
যে উপহার দেয়, সকলেই তার বন্ধু।

[৭] দরিদ্রের নিজের ভাইয়েরাই তাকে অবজ্ঞা করে,
আরও নিশ্চিত কথা : তার বন্ধুরা তার কাছ থেকে দূরে যায় ;
সে কথার সন্ধানে যায়, কিন্তু সেই কথা কোথাও নেই !

[৮] বুদ্ধি যে উপার্জন করে, সে নিজেকে ভালবাসে,
সুবুদ্ধি যে রক্ষা করে, সে মঙ্গল পাবে।

[৯] মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকবে না,
মিথ্যাভাষীর বিনাশ হবে।

[১০] সুখভোগ নির্বোধের অনুপযুক্ত,
মনিবদের উপরে দাসের কর্তৃত্ব আরও অনুপযুক্ত।

[১১] মানুষের বুদ্ধি তাকে ক্রোধে ধীর করে,
আর অপমান দেখেও না দেখাই তার শোভা।

[১২] রাজার কোপ সিংহের গর্জনের মত ;
কিন্তু তাঁর প্রসন্নতা ঘাসের উপরে শিশিরের মত।

[১৩] নির্বোধ সন্তান পিতার সর্বনাশ,
ঝগড়াটে স্ত্রী অবিরত বিদারণের মত।

[১৪] ঘর ও ধন পিতাদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার ;
কিন্তু বুদ্ধিমতী স্ত্রী প্রভুরই দান।

[১৫] অলসতা ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করে,
অলস ক্ষুধায় ভুগবেই।

[১৬] আজ্ঞা যে পালন করে, সে নিজের প্রাণ রক্ষা করে ;
নিজের আচরণ যে অবহেলা করে, তার মৃত্যু হবে।

[১৭] দরিদ্রকে যে ভিক্ষা দান করে, সে প্রভুকে ধার দেয়,
তিনি তার সেই উপকারের যোগ্য প্রতিদান দেবেন।

[১৮] তোমার সন্তানকে শাসন কর, কারণ এতে আশা আছে ;
কিন্তু এমন রোষের সঙ্গে না যে তার কারণে তার মৃত্যু ঘটে !

[১৯] ক্রোধ-প্রবণ মানুষ শাস্তির যোগ্য,
তাকে প্রশ্রয় দিলে সে আরও প্রবণ হবে।

[২০] পরামর্শ শোন, শাসন মেনে নাও,
যেন শেষকালে প্রজ্ঞাবান হতে পার।

[২১] মানুষের মনে বহু সঙ্কল্প উপস্থিত,
কিন্তু প্রভুরই পরিকল্পনা স্থির থাকবে।

[২২] সহৃদয়তাই মানুষের বাসনা,
মিথ্যাবাদীর চেয়ে গরিব মানুষ ভাল।

[২৩] প্রভুভয় জীবনে চালনা করে,
যার তা আছে, সে তৃপ্ত মনে অমঙ্গল থেকে মুক্ত।

[২৪] অলস থালায় হাত ডোবায়,
তা আবার মুখে দিতেও তার কষ্ট হয়।

[২৫] বিদ্রূপকারীকে প্রহার করলে অনভিজ্ঞ চতুর হবে;
সদ্বিবেচককে ভর্ৎসনা করলে সে সদ্‌জ্ঞান উপলব্ধি করে।

[২৬] পিতার উপর যে দুর্ব্যবহার করে ও মাকে তাড়িয়ে দেয়,
সে নির্লজ্জ ও পাষণ্ড সন্তান।

[২৭] সন্তান আমার, শিক্ষাবাণী শুনতে ক্ষান্ত হও,
হ্যাঁ, যদি সদ্‌জ্ঞানের বচন থেকে দূরে সরে যেতে চাও!

[২৮] পাষণ্ড যে সাক্ষী, সে ন্যায়বিচার বিদ্রূপ করে,
দুর্জনদের মুখ অধর্ম গ্রাস করে।

[২৯] বিদ্রূপকারীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে লাঠি,
মূর্খের পিঠের জন্য কোড়া।

২০ [১] আঙুররস বিদ্রূপকারী, মদ কলহকারী;
তাতে যে মত্ত হয়, সে প্রজ্ঞাবান নয়।

[২] রাজার রোষ সিংহের গর্জনের মত;
যে তাঁকে উত্তেজিত করে, সে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেয়।

[৩] ঝগড়া-বিবাদ এড়ানো মানুষের গৌরব,
মূর্খমাত্রই রাগে ফেটে পড়ে।

[৪] অলস ঠিক সময়ে হাল দেয় না,
ফসলের সময়ে সে খোঁজ করবে, কিন্তু কিছুই পাবে না।

[৫] মানব-হৃদয়ের চিন্তা গভীর জলের মত;
বুদ্ধিমান লোক তা তুলে আনতে পারবে।

[৬] অনেকেই নিজ নিজ সাধুতার কীর্তন করে,
কিন্তু বিশ্বস্ত লোককে কে খুঁজে পাবে?

[৭] ধার্মিক নিজ সততায় চলে,
তার চলে যাওয়ার পরে তার সন্তানেরা সুখে থাকবে।

[৮] যে রাজা বিচারাসনে বসেন,
তিনি এক দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত অধর্ম নির্ণয় করে উড়িয়ে দেন।

[৯] কে বলতে পারে : আমি হৃদয় শুদ্ধ করেছি,
আমার পাপ থেকে আমি পরিশুদ্ধ?

[১০] ভিন্ন ভিন্ন বাটখারা ও ভিন্ন ভিন্ন মাপ,
প্রভুর চোখে দু'টোই জঘন্য।

[১১] খেলা দিয়েও বালক দেখায়
তার ভাবী কর্ম শুদ্ধ ও সরল হবে কিনা।

[১২] যে কান শোনে ও যে চোখ দেখে,
তা দু'টোই প্রভুর গড়া।

[১৩] ঘুম ভালবেসো না, পাছে দীনতা ঘটে ;
তুমি চোখ মেলে রাখ, তৃপ্তি সহকারে খাদ্য পাবে।

[১৪] ক্রেতা বলে : ভাল নয়, ভাল নয়,
কিন্তু যখন চলে যায়, তখন গর্ব করে।

[১৫] সোনা আছে, বহু মণিমুক্তাও আছে,
কিন্তু জ্ঞানপূর্ণ ওষ্ঠই অমূল্য রত্ন।

[১৬] অপরের জন্য যে জামিন হয়, তার পোশাক নাও ;
বিজাতীয়া স্ত্রীলোকের জন্য সে জামিন হয়েছে বিধায়
তার কাছ থেকে বন্ধক নাও।

[১৭] মিথ্যাকথার ফল মানুষের মিষ্টি লাগে,
কিন্তু পরে তার মুখ বালুকণায় পূর্ণ হবে।

[১৮] পরামর্শ নেওয়ার পরেই তোমার যত সঙ্কল্প স্থির কর,
বিচার-বিবেচনা করেই যুদ্ধে নাম।

[১৯] যে বেশি কথা বলতে বলতে ঘুরে বেড়ায়, সে গোপন কথা অনাবৃত করে ;
যার মুখ আলগা, তার সঙ্গে মেলামেশা করো না।

[২০] যে তার পিতা বা মাতাকে অভিশাপ দেয়,
তার প্রদীপ ঘোর অন্ধকারে নিভে যাবে।

[২১] যে অর্থ প্রথমে শীঘ্রই জমা হয়,
তার শেষ ফল আশীর্বাদমণ্ডিত হবে না।

২২ তুমি বলো না : অপকারের প্রতিফল দেব !
প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

২৩ ভিন্ন ভিন্ন বাটখারা প্রভুর চোখে জঘন্য ;
ছলনার তুলাদণ্ড ভাল নয়।

২৪ প্রভুই মানুষের পদক্ষেপ চালনা করেন,
তবে মানুষ কেমন করে বুঝবে তার আপন পথ?

২৫ হঠাৎ 'পবিত্রীকৃত হল' বলে ওঠা-ই ফাঁদস্বরূপ,
এবং মানতের পর চিন্তা-ভাবনা করাও তাই।

২৬ প্রজ্ঞাবান রাজা দুর্জনদের ঝেড়ে ফেলেন,
তাদের উপর দিয়ে চাকা চালান।

২৭ মানুষের আত্মা প্রভুর মশাল,
তা হৃদয়ের অন্তঃপুর তন্ন তন্ন করে তদন্ত করে।

২৮ কৃপা ও বিশ্বস্ততা রাজাকে রক্ষা করে ;
কৃপায়ই তাঁর রাজাসন স্থাপিত।

২৯ যুবকদের বলই তাদের গর্ব,
পাকা চুল বৃদ্ধদের ভূষণ।

৩০ প্রহারের ঘা অন্যায়কে উদ্গিরণ করায়,
দণ্ডপ্রহার হৃদয়ের অন্তঃপুর শোধন করে।

২১ ১ রাজার হৃদয় প্রভুর হাতে জলস্রোতের মত :
তিনি যে দিকে ইচ্ছা, সেদিকে তা ফেরান।

২ মানুষের সকল পথই তার চোখে সোজা-সরল ;
কিন্তু প্রভুই হৃদয় ওজন করেন !

৩ ধর্মময়তা ও ন্যায় অনুশীলন করা
প্রভুর কাছে বলিদানের চেয়ে গ্রহণীয়।

৪ উদ্ধত চোখ ও গর্বিত হৃদয়,
দুর্জনদের সেই প্রদীপ পাপময়।

৫ পরিশ্রমীর পরিকল্পনা ধনলাভে বাস্তবায়িত হয়,
কিন্তু কাজে হাত দিতে যে অতিব্যস্ত, তার অভাব নিশ্চিত।

৬ মিথ্যাবাদী জিহ্বা দ্বারা যে ধনলাভ,
তা ক্ষণিকের বাষ্প ও মৃত্যুজনক ফাঁদ।

[৭] দুর্জনদের অপকর্ম তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়,
কেননা তারা ন্যায়াচরণ করতে অস্বীকার করে।

[৮] দোষীর পথ অতীব বাঁকা পথ ;
কিন্তু নিষ্কলঙ্ক মানুষের কর্ম সরল।

[৯] ঝগড়াটে স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে বাস করার চেয়ে
ছাদের এক কোণে বাস করাই শ্রেয়।

[১০] দুর্জনের প্রাণ অনিষ্টের আকাঙ্ক্ষী,
তার দৃষ্টিতে তার প্রতিবেশী দয়ার পাত্র নয়।

[১১] বিদ্রূপকারীকে লাঠি দিয়ে মারলে অবোধ প্রজ্ঞাবান হয়,
প্রজ্ঞাবানকে বুঝিয়ে দিলে তার সদ্‌জ্ঞান বাড়ে।

[১২] ধর্মময় যিনি, তিনি দুর্জনদের কুল লক্ষ করেন,
তিনি দুর্জনদের দুর্দশায় নিক্ষেপ করেন।

[১৩] দরিদ্রের চিৎকারে কান যে বন্ধ করে,
সে নিজে ডাকবে, কিন্তু সাড়া পাবে না।

[১৪] গুপ্ত দান ক্রোধ প্রশমিত করে,
গোপনে দেওয়া উপহার প্রশমিত করে প্রচণ্ড ক্রোধ।

[১৫] যখন ন্যায় অনুধাবিত, তখন ধার্মিকের পক্ষে আনন্দ হয়,
কিন্তু অপকর্মাদের পক্ষে তা সর্বনাশ।

[১৬] সুবুদ্ধির পথ থেকে যে সরে যায়,
সে ছায়ামূর্তির সমাবেশে বিশ্রাম করবে।

[১৭] আমোদ যে ভালবাসে, তার দীনতা ঘটবে ;
আঙুররস ও তেল যে ভালবাসে, সে ধনবান হবে না।

[১৮] দুর্জন ধার্মিকের পক্ষে মুক্তিমূল্য-স্বরূপ,
অপকর্মাও ন্যায়নিষ্ঠদের পক্ষে।

[১৯] ঝগড়াটে ও ক্রোধ-প্রবণা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করার চেয়ে
জনহীন ভূমিতে বাস করা শ্রেয়।

[২০] প্রজ্ঞাবানের আবাসে বহুমূল্য ধনকোষ ও সুগন্ধি থাকে ;
কিন্তু নির্বোধ সবকিছু ছড়িয়ে দেয়।

[২১] যে ধর্মময়তার ও সহৃদয়তার অনুগামী হয়,
সে জীবন, সমৃদ্ধি ও গৌরব পাবে।

[২২] প্রজ্ঞাবান বলবানদের শহর আক্রমণ করে,
এবং যার উপরে তারা ভরসা রাখত,
সে তাদের সেই শক্তির পতন ঘটায়।

[২৩] যে কেউ মুখ ও জিহ্বার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে,
সে সঙ্কট থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করে।

[২৪] যে অভিমানী ও উদ্ধত, তার নাম বিদ্রূপকারী ;
সে অতিরিক্ত দর্পের সঙ্গে ব্যবহার করে।

[২৫] অলসের অভিলাষ তাকে মৃত্যুর দিকে চালিত করে,
যেহেতু তার হাত শ্রম করতে রাজি নয়।

[২৬] দুর্জন সারাদিন ধরে লোভে প্রবণ ;
ধার্মিক মাত্রা না রেখে দান করে।

[২৭] দুর্জনদের বলিদান জঘন্য কাজ,
অসৎ অভিপ্রায়ে উৎসর্গীকৃত হলে তা আরও জঘন্য।

[২৮] মিথ্যাসাক্ষীর বিনাশ হবে ;
কিন্তু যে মানুষ শুনতে জানে, সে সবসময় কথা বলবে।

[২৯] দুর্জন আস্ফালন করে ;
কিন্তু ন্যায়বান তার নিজের পথ সম্বন্ধে চিন্তা করে।

[৩০] প্রভুর সামনে নেই প্রজ্ঞা,
নেই সুবুদ্ধি, নেই সুমন্ত্রণা।

[৩১] যুদ্ধের দিনের জন্য অশ্ব তৈরী ;
কিন্তু বিজয় প্রভুরই হাতে।

২২ [১] প্রচুর ধনের চেয়ে সুনাম অর্জন করা ভাল ;
রুপো ও সোনার চেয়ে অনুগ্রহই শ্রেয়।

[২] ধনবান ও ধনহীন একত্রে মেলে ;
প্রভুই দু'জনের নির্মাতা।

[৩] সতর্ক মানুষ বিপদ দেখে নিজেকে লুকোয় ;
অনভিজ্ঞ মানুষ এগিয়ে গিয়ে দণ্ড পায়!

[৪] প্রভুভয়ই বিনম্রতার পুরস্কার :
তাছাড়া রয়েছে ধন, গৌরব ও জীবন।

[৫] কুটিল মানুষের পথে কাঁটা ও ফাঁদ উপস্থিত ;
যে নিজের উপর দৃষ্টি রাখে, সে সেগুলো থেকে দূরে থাকে।

৬ বালককে যে পথে চলতে হবে, সেই পথে তাকে দীক্ষিত কর,
বার্ধক্যকালেও সে তা ছাড়বে না।

৭ ধনবান ধনহীনের উপর কর্তৃত্ব চালায়,
এবং ঋণী মহাজনের দাস হয়।

৮ যে অধর্ম-বীজ বোনে, সে দুর্দশা-ফসল কাটবে,
ও তেমন কোপের লাঠি লোপ পাবে।

৯ যে দানশীল, সে আশীর্বাদের পাত্র হবে,
কারণ সে দীনজনের সঙ্গে নিজের খাদ্য ভাগ করে।

১০ বিদ্রূপকারীকে তাড়িয়ে দাও, গোলমালও চলে যাবে,
ঝগড়া-বিবাদ ও অপমানও ঘুচে যাবে।

১১ শুদ্ধহৃদয়কে যে ভালবাসে, যার কথা অনুগ্রহপূর্ণ,
রাজা তার বন্ধু।

১২ প্রভুর চোখ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করে;
কিন্তু তিনি অবিশ্বস্তদের কথা উল্টিয়ে দেন।

১৩ অলস বলে: বাইরে সিংহ আছে,
রাস্তার মধ্যেই আমি মারা পড়ব।

১৪ বিজাতীয় স্ত্রীলোকের মুখ গভীর একটা গহ্বর;
যে প্রভুর ক্রোধের পাত্র, সে সেই গহ্বরে পড়বে।

১৫ বালকের হৃদয়ে মূর্খতা বাঁধা থাকে;
কিন্তু শাসন-দণ্ড তা তাড়িয়ে দেবে।

১৬ দীনহীনকে যে অত্যাচার করে, সে তার ধনবৃদ্ধিই ঘটায়,
ধনবানকে যে দান করে, সে তাকে অভাবী করে।

প্রজ্ঞাবানদের প্রথম বচনমালা

১৭ তুমি প্রজ্ঞাবানদের বচনমালা কান পেতে শোন,
আমার সদ্‌জ্ঞানে মনোযোগ দাও;
১৮ কেননা সেই সমস্ত কথা অন্তরে রাখা
ও একসঙ্গে ওষ্ঠে প্রস্তুত রাখা, তা মনোরম।
১৯ তোমার ভরসা যেন প্রভুতে থাকে,
সেজন্য আমি তোমাকেই আজ এই সমস্ত কথা জানালাম।
২০ যত পরামর্শ ও সদ্‌জ্ঞান ধরে
আমি তোমার জন্য কি ত্রিশটা উক্তি লিখিনি?

[২১] তাতে তুমি যেন সত্য বাণী ব্যক্ত করতে পার,
ও কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে
তুমি যেন তাকে নিশ্চিত উত্তর দিতে পার।
[২২] গরিব বলে গরিবের দ্রব্য কেড়ে নিয়ো না,
দুঃখীকেও বিচারালয়ে চূর্ণ করো না।
[২৩] কেননা প্রভু তাদেরই পক্ষ সমর্থন করবেন,
আর তাদের দ্রব্য যারা কেড়ে নেয়, তিনি তাদের প্রাণ কেড়ে নেবেন।

[২৪] কোপ-প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করো না,
ক্রোধ-স্বভাবের মানুষের সঙ্গে যাতায়াত করো না;
[২৫] পাছে তুমি তার আচার-আচরণ শেখ,
ও নিজের জন্য ফাঁদ প্রস্তুত কর।

[২৬] যারা পরের পক্ষে হাত তোলে ও ঋণের জামিন হয়,
তুমি তাদের একজন হয়ো না।
[২৭] তোমার যদি পরিশোধ করার সঙ্গতি না থাকে,
তবে গায়ের নিচ থেকে তোমার শয্যা নেওয়া হবে।

[২৮] তোমার পিতৃপুরুষেরা যা স্থাপন করেছিলেন,
সেই পুরাতন সীমানা-ফলক তুমি স্থানান্তর করো না।

[২৯] তুমি কোন মানুষকে তার নিজের কাজে তৎপর দেখেছ?
সে রাজার সেবায় দাঁড়াবে,
নিচু লোকদের সেবায় থাকবে না।

২৩ [১] যখন তুমি ক্ষমতাশালীর সঙ্গে ভোজে বস,
তখন তোমার সামনে যা আছে, ভালোমত তা বিবেচনা করে দেখ;
[২] আর বেশি ক্ষুধার্ত হলে
তবে নিজের গলায় নিজে ছুরি দাও।
[৩] তার সুস্বাদু খাদ্যে লালসা করো না,
কারণ তা বঞ্চনার খাদ্য।

[৪] ধন জমাতে অতিব্যস্ত হয়ো না,
তেমন চিন্তা প্রত্যাখ্যান কর।
[৫] ধনের দিকে একবার তাকালে, তুমি দেখবে সেগুলো আর নেই;
কারণ সেগুলোতে পাখা গজাবেই
ও ঈগলের মত আকাশে উড়ে যাবে।

[৬] যার চোখ মন্দ, তার খাদ্য খেয়ো না,
তার সুখাদ্য খেতে লালসা করো না;
[৭] কেননা সে এমন মানুষ, যে শুধু হিসাবের কথাই ভাবে;
সে তোমাকে বলবে: খাওয়া-দাওয়া কর!
কিন্তু তার হৃদয় তোমার সঙ্গে নয়।
[৮] তুমি যে টুকরো রুটি খেয়েছ, তা উগরে ফেলবে,
আর তোমার সমস্ত মধুর কথা অপব্যয় করবে।

[৯] নির্বোধের সঙ্গে কথা বলো না,
সে তোমার প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা অবজ্ঞা করবে।

[১০] পুরাতন সীমানা-ফলক স্থানান্তর করো না,
এতিমদের জমি দখল করো না ;
[১১] কেননা তাদের প্রতিফলদাতা শক্তিশালী,
তিনি তোমার বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ সমর্থন করবেন।

[১২] তুমি শিক্ষাবাণীতে হৃদয় নত কর,
সদ্‌জ্ঞানের কথায় কান দাও।

[১৩] বালককে শাসন করতে ত্রুটি করো না ;
লাঠি দিয়ে মারলেও সে মরবে না ;
[১৪] এমনকি, তুমি তাকে লাঠি দিয়ে প্রহর করলে
পাতাল থেকে তার প্রাণ রক্ষা করবে।

[১৫] সন্তান আমার, তোমার হৃদয় যদি প্রজ্ঞাময় হয়,
তবে আমারও হৃদয় আনন্দিত হবে ;
[১৬] বাস্তবিক আমার সর্বাঙ্গই উল্লসিত হবে,
যখন তোমার ওষ্ঠ ন্যায় বাণী উচ্চারণ করবে।

[১৭] তোমার হৃদয় পাপীদের হিংসা না করুক,
কিন্তু অনুক্ষণ প্রভুভয়ে নিষ্ঠাবান হোক,
[১৮] কেননা এভাবে তোমার একটা ভবিষ্যৎ থাকবে,
আর তোমার আশা ছিন্ন হবে না।
[১৯] শোন, সন্তান আমার ; প্রজ্ঞাবান হও,
তোমার হৃদয় সৎপথে চালিত কর।
[২০] যারা শুধু শুধু আঙুররসে মত্ত হয়, তাদের সঙ্গী হয়ো না,
যারা পেটুক ও মাংস বেশি পছন্দ করে, তাদেরও সঙ্গী হয়ো না,
[২১] কেননা মাতাল ও পেটুকের শেষ দশাই দীনতা,
আর ঘুম ঘুম ভাব মানুষকে ছেঁড়া কাপড় পরায়।

[২২] তোমার জন্মদাতা যিনি, তোমার সেই পিতার কথা শোন,
তোমার মাতা বৃদ্ধা হলে তাঁকে অবজ্ঞা করো না।

[২৩] প্রকৃত সত্যকে উপার্জন কর, তা কখনও বিক্রি করো না :
তা হল প্রজ্ঞা, শিক্ষাবাণী ও সদ্বিবেচনা।

[২৪] ধার্মিকের পিতা মহা উল্লাসে মেতে উঠবেন,
প্রজ্ঞাবান সন্তানের জন্মদাতা তার সেই সন্তানে আনন্দ ভোগ করবেন।
[২৫] তোমার পিতামাতা আনন্দ ভোগ করুন,
তোমার জননী উল্লাসে মেতে উঠুন।

[২৬] সন্তান আমার, তোমার আস্থা আমার উপর স্থাপন কর,
তোমার চোখ আমার সমস্ত পথে নিবদ্ধ থাকুক।
[২৭] কেননা বেশ্যা গভীর একটা গহ্বর,

বিজাতীয়া স্ত্রীলোক সঙ্কীর্ণ একটা কুয়ো।
২৮ সে দস্যুর মত ওত পেতে থাকে,
মানুষদের মধ্যে অবিশ্বস্তদের দলের সংখ্যা বাড়ায়।

২৯ কারা হায় হায় করে? কারা হাহাকার করে?
কারা ঝগড়া করে? কারা বকবক করে?
কারা অকারণে মার খায়?
কাদের চোখ বিবর্ণ হয়?
৩০ তারা, যারা আঙুররসের পিছনে বেশি সময় কাটায়
ও সুরা খেয়ে দেখবার জন্য তার খোঁজে বেড়ায়।
৩১ আঙুররস রক্তলাল হলেও তার দিকে তাকিয়ো না,
তা পাত্রে চক্‌মক্‌ করলেও নয়,
তা গলায় সহজে নেমে গেলেও নয়।
৩২ শেষে তা তোমাকে সাপের মত কামড়াবে,
বিষাক্ত সাপের মত কামড় দেবে।
৩৩ আর তখন তোমার চোখ অদ্ভুত দৃশ্য দেখবে,
তোমার মন এলোমেলো কথা বলবে;
৩৪ আর তোমার মনে হবে, তুমি সমুদ্র-গভীরে শুয়ে আছ,
কিংবা মাস্তুলের উপরেই শুয়ে ঘুমাচ্ছ!
৩৫ তুমি বলবে: 'ওরা আমাকে আঘাত করেছে, অথচ ব্যথা পাইনি;
আমাকে লাঠি দিয়ে মেরেছে, কিন্তু কিছুই টের পাইনি।
কখন আমি জেগে উঠব, যেন আরও আঙুররসের খোঁজে যাই?'

২৪ ১ তুমি অপকর্মাদের হিংসা করো না,
তাদের সঙ্গে থাকতেও বাসনা করো না।
২ কেননা তাদের হৃদয় ধ্বংসের পরিকল্পনা আঁটে,
তাদের ওষ্ঠ কেবল অমঙ্গলেরই কথা ব্যক্ত করে।

৩ প্রজ্ঞা দ্বারা ঘর গাঁথা হয়,
সুবুদ্ধি দ্বারা তা স্থিতমূল করা হয়;
৪ সদ্‌জ্ঞান দ্বারা তার যত ভাণ্ডারকক্ষ পূর্ণ করা হয়
সবরকম মূল্যবান ও সুন্দর জিনিস দিয়ে।

৫ প্রজ্ঞাবানের মহা ক্ষমতা আছে,
সদ্‌জ্ঞানে মানুষের শক্তি প্রমাণিত হয়।
৬ বস্তুত যুদ্ধ করতে গেলে তোমার সুপরামর্শ দরকার,
এবং জয়লাভ বহু সুমন্ত্রণাদাতার উপরে নির্ভর করে।

৭ মূর্খের পক্ষে প্রজ্ঞা বেশি উচ্চ;
নগরদ্বারে সে মুখ খুলতে পারে না।

৮ যে অন্যায় সাধন করতে ব্যস্ত,
লোকে তাকে ষড়যন্ত্রকারী বলে ডাকে।

[৯] মূর্খের সঙ্কল্প পাপময়,
মানুষের কাছে দাম্ভিক জঘন্য।
[১০] সঙ্কটের দিনে যদি অবসন্ন হও,
তবে তোমার শক্তি বেশি নয়।
[১১] যারা মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে, তাদের উদ্ধার কর,
যারা মারণযন্ত্রের দিকে উপনীত হচ্ছে, তাদের বাঁচাও।
[১২] যদি বল: 'দেখ, আমি তো কিছুই জানতাম না!'
তবে হৃদয়কে ওজন করেন যিনি, তিনি কি তা বুঝবেন না?
তোমার প্রাণের উপর দৃষ্টি রাখেন যিনি,
তিনি কি প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন না?
[১৩] সন্তান আমার, মধু খাও, কেননা তা উত্তম,
চাক থেকে ঝরে পড়া মধু তোমার জিহ্বায় মিষ্টি লাগবে।
[১৪] জেনে রাখ, তোমার পক্ষে প্রজ্ঞা ঠিক তাই:
তা কিনলে তোমার একটা ভবিষ্যৎ থাকবে,
তোমার আশা ছিন্ন হবে না।
[১৫] ওহে দুর্জন! তুমি ধার্মিকের আবাসের বিরুদ্ধে ওত পেতে থেকো না,
তার বাসস্থান ধ্বংস করো না,
[১৬] কেননা ধার্মিক সাতবার পড়লেও আবার উঠে দাঁড়ায়;
দুর্জনেরাই দুর্দশা এলে ভেঙে পড়ে।
[১৭] তোমার শত্রুর পতনে আনন্দ করো না,
সে পড়লে তোমার হৃদয় যেন উল্লাস না করে,
[১৮] পাছে প্রভু তা দেখে অসন্তুষ্ট হন,
এবং তার উপর থেকে নিজের ক্রোধ ফেরান।
[১৯] দুষ্কর্মাদের বিষয়ে ক্ষুব্ধ হয়ো না,
দুর্জনদেরও হিংসা করো না,
[২০] কেননা অপকর্মার জন্য কোন ভবিষ্যৎ নেই,
দুর্জনদের প্রদীপ নিভে যাবে।
[২১] প্রভুকে ভয় কর, সন্তান আমার; রাজাকেও ভয় কর;
বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ো না;
[২২] কেননা হঠাৎ তাদের উপর বিপদ নেমে আসবে;
আর তখন উভয়ই যে কী মহাসংহার ঘটাবেন, তা কে জানে?

প্রজ্ঞাবানদের দ্বিতীয় বচনমালা

[২৩] এগুলিও প্রজ্ঞাবানদের বচন:

বিচারে পক্ষপাত করা ভাল নয়।
[২৪] দোষীকে যে বলে, তুমি নির্দোষী,
জাতিগুলি তাকে অভিশাপ দেবে, দেশগুলি তাকে ঘৃণা করবে।

২৫ কিন্তু দোষীকে যারা দোষী বলে সাব্যস্ত করে, তাদের মঙ্গল হবে,
তাদের উপরে আশীর্বাদ নেমে আসবে।

২৬ যে অকপট উত্তর দেয়,
সে ওষ্ঠ চুম্বন করে।

২৭ তোমার বাইরের কাজ সেরে নাও,
খেত-খামার ঠিকঠাক কর,
পরে তোমার ঘর বাঁধ।

২৮ তোমার প্রতিবেশীর বিপক্ষে এমনিই সাক্ষ্য দিয়ো না,
তোমার ওষ্ঠও ছলনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করো না।

২৯ একথা বলো না : 'সে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার করেছে,
আমিও তার প্রতি সেইমত ব্যবহার করব ;
হ্যাঁ, এক একজনকে তার নিজ নিজ কাজের যোগ্য প্রতিফল দেব!'

৩০ আমি অলসের খেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম,
বুদ্ধিহীনের আঙুরখেতের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম :
৩১ আর দেখ, সব জায়গায় কাঁটাগাছ জন্মেছে,
মাটি আগাছায় ঢাকা,
পাথরের প্রাচীরও ভেঙে পড়া।
৩২ লক্ষ করতে করতে আমি এব্যাপারে মন দিলাম,
আর তা দেখে এই শিক্ষা পেলাম :
৩৩ 'একটু ঘুম, একটু তন্দ্রাভাব,
আর একটু বিশ্রামের জন্য হাত জড়সড় করা,
৩৪ আর ইতিমধ্যে দীনতা হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে,
অভাবও এগিয়ে আসছে ভিক্ষুকের মত।'

সলোমনের দ্বিতীয় প্রবচনমালা

২৫ এগুলিও সলোমনের প্রবচন ; যুদা-রাজ হেজেকিয়ার লোকেরা এগুলি লিখে নিয়েছিল।

২ রহস্যাবৃতভাবে কাজ করা পরমেশ্বরের গৌরব,
সেই রহস্যগুলি তদন্ত করা রাজাদের গৌরব।
৩ আকাশ যেমন উঁচু ও পৃথিবী যেমন গভীর,
তেমনি রাজাদের হৃদয় তদন্তের অতীত।

৪ রুপো থেকে খাদ বের করে ফেল,
আর স্বর্ণকারের জন্য উপযুক্ত মাল বের হবে ;
৫ রাজার সামনে থেকে দুর্জনকে বের করে দাও,
তাঁর সিংহাসন ধর্মময়তায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে।

৬ রাজার সামনে দম্ভ করো না,
মহামান্যদের জায়গায় দাঁড়িয়ো না ;

৭ কেননা উচ্চপদের লোকদের সামনে অবনমিত হওয়ার চেয়ে
তোমার পক্ষে এই বরং শ্রেয় যে, তোমাকে বলা হবে:
'এখানে উঠে এসো।'

নিজের চোখে যা দেখেছ,
৮ তা নিয়ে মামলা করতে অতিব্যস্ত হয়ো না;
নইলে শেষে তুমি কী করবে,
যখন তোমার প্রতিবেশী তোমার যুক্তি খণ্ডন করবে?

৯ প্রতিবেশীর সঙ্গে তোমার নিজের মামলা সম্বন্ধে কথা বল,
কিন্তু পরের গোপন কথা প্রকাশ করো না,
১০ পাছে যে শোনে, সে তোমার নিন্দা করে,
তখন তোমার দুর্নাম কখনও ঘুচবে না।

১১ উপযুক্ত সময়ে দেওয়া বাণী
রুপোর থালার উপরে বসানো সোনার ফলের মত।
১২ যেমন সোনার নথ ও খাঁটি সোনার গহনা,
তেমনি মনোযোগী লোকের কানে প্রজ্ঞাবানের সংশোধনের কথা।

১৩ ফসল কাটার সময়ে যেমন ঠাণ্ডা তুষার,
তেমনি প্রেরণকর্তার কাছে বিশ্বস্ত দূত;
হ্যাঁ, সে তার মনিবের প্রাণ জুড়ায়।

১৪ যে মানুষ উপহার দেওয়ার বিষয়ে বড় বড় কথা বলে, কিন্তু তা করে না,
সে এমন মেঘ ও বাতাসের মত যার সঙ্গে কোন বৃষ্টি আসে না।

১৫ ধৈর্য দ্বারা বিচারকের মন জয় করা যেতে পারে,
কোমল জিহ্বা হাড় ভেঙে ফেলতে পারে।

১৬ তুমি মধু পেলে পরিমাণ মত খাও,
পাছে বেশি খেলে তোমার বমি হয়।

১৭ প্রতিবেশীর ঘরে ঘন ঘন পা দিয়ো না,
পাছে বিরক্ত হয়ে সে তোমাকে ঘৃণা করে।

১৮ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যে মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়,
সে গদা, খড়্গ ও তীক্ষ্ণ তীর স্বরূপ।

১৯ সঙ্কটের দিনে অবিশ্বস্ত মানুষের উপরে ভরসা
খারাপ দাঁত ও খোঁড়া পায়ের মত,
২০ শীতকালে পোশাক ছাড়বার মত।

বিষণ্ণ হৃদয়ের কাছে যে গান করে
সে যেন পচা ঘায়ের উপরে সির্কা দেয়।

২১ তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাকে কিছু খেতে দাও;
যদি তার পিপাসা পায়, তাকে জল দাও;

২২ তাই করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করে রাখবে,
এবং প্রভু তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

২৩ উত্তরা বাতাস বৃষ্টি আনে,
তেমনি মুখে ক্রোধের ভাব ছলনাপূর্ণ কথার উদ্ভব ঘটায়।

২৪ ঝগড়াটে স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে বাস করার চেয়ে
ছাদের এক কোণে বাস করাই শ্রেয়।

২৫ পিপাসিত লোকের পক্ষে যেমন ঠাণ্ডা জল,
তেমনি দূরদেশ থেকে পাওয়া শুভসংবাদ।

২৬ ঘোলা জলের ঝরনা ও ময়লা জলের উৎস যেমন,
তেমনি সেই ধার্মিক, যে দুর্জনের সামনে বিচলিত।

২৭ বেশি মধু খাওয়া ভাল নয়,
কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অধ্যয়ন করা ভাল।

২৮ যার আত্মার আর প্রতিরোধক নেই,
সে এমন শহরের মত, যা ভেঙে গেছে, যার প্রাচীর নেই।

২৬ ১ গ্রীষ্মকালে তুষার, ও ফসল কাটার সময়ে বৃষ্টি যেমন,
তেমনি নির্বোধের পক্ষেও সম্মান উপযুক্ত নয়।

২ যেমন চড়ুই পাখি পাখা দোলায় ও দোয়েল পাখি ওড়ে,
তেমনি অকারণে দেওয়া অভিশাপ সিদ্ধ হবে না।

৩ ঘোড়ার জন্য চাবুক, গাধার জন্য বল্গা,
ও নির্বোধদের পিঠের জন্য লাঠি।

৪ নির্বোধকে তার মূর্খতা অনুসারে উত্তর দিয়ো না,
পাছে তুমিও তার মত হও।

৫ নির্বোধকে তার মূর্খতা অনুসারেই উত্তর দাও,
পাছে সে নিজেকে প্রজ্ঞাবান মনে করে।

৬ যে নির্বোধের মাধ্যমে খবর পাঠায়,
সে নিজের পা কেটে ফেলে ও তিত পানীয় পান করে।

৭ খোঁড়ার পা খুঁড়িয়ে চলে,
তেমনি নির্বোধদের মুখে নীতিকথা।

৮ গুলতিতে পাথর দেওয়া,
ও নির্বোধকে সম্মান আরোপ করা একই কথা।

৯ মাতালের হাতে যে কাঁটা ফোটে, তা যেমন,
নির্বোধের মুখে নীতিকথা তেমন।

১০ তীরন্দাজ সকলকে আঘাত করে যেমন,
তেমন সেই মানুষ, যে নির্বোধকে বা মাতালকে কাজে লাগায়।

[১১] যেমন কুকুর নিজের বমির দিকে ফেরে,
তেমনি নির্বোধ নিজ মূর্খতার দিকে ফেরে।

[১২] তুমি কি এমন লোককে দেখেছ যে নিজেকে প্রজ্ঞাবান মনে করে?
তার উপরে প্রত্যাশা রাখার চেয়ে নির্বোধের উপরেই প্রত্যাশা রাখা শ্রেয়।

[১৩] অলস বলে: পথে হিংস্র পশু আছে,
রাস্তার মধ্যে সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

[১৪] কবজাতে যেমন দরজা ঘোরে,
বিছানায় তেমনি অলস ঘোরে।

[১৫] অলস থালায় হাত ডোবায়,
তা আবার মুখে দিতেও তার কষ্ট হয়।

[১৬] সুবুদ্ধির সঙ্গে উত্তর দেয় তেমন সাতজনের চেয়ে,
অলস নিজেকে বেশি প্রজ্ঞাবান মনে করে।

[১৭] পথে যেতে যেতে যে লোক পরের ঝগড়ার মধ্যে নাক গলায়,
সে তেমন লোকের মত যে কুকুরকে কান ধরে নেয়।

[১৮] যে পাগল জ্বলন্ত কাঠ
ও মৃত্যুজনক তীর ছোড়ে, সে যেমন,
[১৯] তেমন সেই লোক, যে প্রতিবেশীকে প্রবঞ্চনা করে,
আর বলে: আমি কেবল তামাশাই করছিলাম!

[২০] কাঠ শেষ হলে আগুন নিভে যায়,
নিন্দুক না থাকলে ঝগড়াও মিটে যায়।

[২১] জ্বলন্ত কয়লার পক্ষে কয়লা ও আগুনের পক্ষে কাঠ যেমন,
তেমনি ঝগড়ার আগুন জ্বালাবার পক্ষে ঝগড়াটে লোক।

[২২] পরনিন্দুকের কথা মিষ্টান্নের মত,
তা সরাসরিই অন্ত্ররাজিতে নেমে যায়।

[২৩] তোষামোদে পটু ওষ্ঠ ও কুটিল হৃদয়
মাটির পাত্রের উপরে খাদ-মেশানো রুপোর প্রলেপের মত।

[২৪] যে ঘৃণা করে, সে কথায় ভান করতেও পারে;
কিন্তু অন্তরে ছলনা রাখে;
[২৫] তার কণ্ঠ মধুময় হলেও তাকে বিশ্বাস করো না,
কারণ তার হৃদয়ে সাতটা জঘন্য বস্তু রয়েছে।
[২৬] ঘৃণা নিজেকে কপটতায় আবৃত করে,
কিন্তু তার শঠতা জনসমাবেশে অনাবৃত হবে।

[২৭] যে গর্ত খোঁড়ে, সে তার মধ্যে পড়বে,
পাথর যে গড়িয়ে দেয়, তারই উপরে তা ফিরে আসবে।

[২৮] মিথ্যাবাদী জিহ্বা যাদের চূর্ণ করে তাদের ঘৃণা করে;
তোষামোদে পটু মুখ বিনাশ ঘটায়।

২৭ [১] আগামীকাল সম্বন্ধে বড়াই করো না,
কেননা আজকের দিন কী হবে, তাও তুমি জান না।

[২] অপরেই তোমার প্রশংসা করুক, তোমার নিজের মুখ না করুক ;
অন্য লোকে করুক, তোমার নিজের ওষ্ঠ না করুক।

[৩] পাথর ভারী, বালুরও যথেষ্ট ওজন,
কিন্তু মূর্খের ঘটিত বিরক্তি ওই দু'টোর চেয়েও ভারী।

[৪] ক্রোধ নিষ্ঠুর ও কোপ বন্যার মত,
কিন্তু প্রেমের অন্তর্জ্বালার সামনে কে দাঁড়াতে পারে?

[৫] অপ্রকাশ্য ভালবাসার চেয়ে
প্রকাশ্য তিরস্কার শ্রেয়।

[৬] বন্ধুর প্রহার বিশ্বস্ততায় পূর্ণ,
কিন্তু শত্রুর চুম্বন অসার।

[৭] যার পেট ভরা, সে মধু পায়ে মাড়িয়ে দেয়,
কিন্তু ক্ষুধার্ত প্রাণের কাছে তিত খাবারও মিষ্ট।

[৮] নীড় ছেড়ে দূরে উড়ে যাওয়া পাখি যেমন
বাসস্থান ছেড়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষও তেমন।

[৯] গন্ধদ্রব্য ও ধূপ হৃদয়কে আনন্দিত করে তোলে,
তেমনি বন্ধুর মাধুর্য স্বনির্ভরশীলতার চেয়ে মূল্যবান।

[১০] তোমার বন্ধুকে বা পিতার বন্ধুকে ত্যাগ করো না ;
বিপদের দিনে তোমার ভাইয়ের ঘরে যেয়ো না ;
দূরবর্তী ভাইয়ের চেয়ে নিকটবর্তী বন্ধুই শ্রেয়।

[১১] সন্তান আমার, প্রজ্ঞাবান হও ; আমার হৃদয় তুমি আনন্দিত করে তুলবে ;
তবে আমাকে যে টিটকারি দেয়, তাকে সমুচিত উত্তর দিতে পারব।

[১২] সতর্ক মানুষ বিপদ দেখে নিজেকে লুকোয় ;
অনভিজ্ঞ মানুষ এগিয়ে গিয়ে দণ্ড পায়!

[১৩] অপরের জন্য যে জামিন হয়, তার পোশাক নাও ;
বিজাতীয়া স্ত্রীলোকের জন্য সে জামিন হয়েছে বিধায়
তার কাছ থেকে বন্ধক নাও।

[১৪] যে ভোরে উঠে জোর গলায় বন্ধুকে আশীর্বাদ করে,
তা তার পক্ষে অভিশাপরূপে গণ্য হবে।

[১৫] বর্ষাকালে অবিরত বিন্দুপাত,
আর ঝগড়াটে স্ত্রী—দু'টোই সমান ;
[১৬] তাকে যে সংযত করতে চায়, সে বাতাসই সংযত করে,
হ্যাঁ, সে তৈলাক্ত বস্তু শক্ত করে ধরে!

[১৭] লোহা লোহাকে তীক্ষ্ণ করে,

তেমনি একজন আর একজনের সংসর্গে তীক্ষ্ণ হয়।

১৮ ডুমুরগাছের রক্ষক তার ফল ভোগ করে,
মনিবের প্রতি যে যত্ন দেখায়, সে সমাদৃত হবে।

১৯ জল যেমন মুখের পক্ষে আয়নার মত,
তেমনি মানুষের পক্ষে মানুষের হৃদয়।

২০ পাতাল ও বিনাশ-স্থান যেমন কখনও তৃপ্ত হয় না,
তেমনি মানুষের চোখ কখনও তৃপ্তি পায় না।

২১ রুপোর জন্যই মূষা ও সোনার জন্যই হাপর,
মানুষ পরের প্রশংসা দ্বারাই যাচাইকৃত।

২২ যদিও দিস্তা দিয়ে দানার মধ্যে মূর্খকে হামানে গুঁড়ো কর,
তথাপি তার মূর্খতা তাকে ছেড়ে যাবে না।

২৩ তুমি তোমার মেষপালের অবস্থা জেনে নাও,
তোমার গবাদি পশুদের যত্ন কর;
২৪ কেননা ধন চিরস্থায়ী নয়,
মুকুটও বংশের পর বংশের জন্য টিকে থাকে না।
২৫ খড় নিয়ে যাওয়ার পর নতুন ঘাস দেখা দেয়,
এবং পাহাড়পর্বতের ঘাস যোগাড় করা হয়;
২৬ মেষশাবকেরা তোমাকে পোশাক দেয়,
ছাগশিশুরা দেয় জমি কিনবার অর্থ;
২৭ ছাগীরা যথেষ্ট দুধ দেয় তোমার খাদ্যের জন্য,
তোমার পরিবারেরও খাদ্যের জন্য,
তোমার দাসীদেরও প্রতিপালন করার জন্য।

২৮ ১ কেউ ধাওয়া না করলেও নির্বোধ পালায়;
অন্যদিকে ধার্মিকেরা সিংহের মতই সাহসী।

২ দেশের অধর্মের ফলে তার অনেক শাসনকর্তা হয়;
বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান দ্বারা শৃঙ্খলা স্থায়ী হয়।

৩ যে গরিব নেতা গরিবদের অত্যাচার করে,
সে এমন বৃষ্টির ঢলের মত, যার পরে খাদ্য থাকে না।

৪ যারা বিধান লঙ্ঘন করে, তারা দুর্জনের প্রশংসা করে;
যারা বিধান মেনে চলে, তারা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

৫ অপকর্মারা ন্যায়ের অর্থ উপলব্ধি করে না,
যারা প্রভুর অন্বেষণ করে, তারা সবই উপলব্ধি করে।

৬ ধনী হলেও উচ্ছৃঙ্খলতায় চলে এমন মানুষের চেয়ে
সততায় চলে এমন গরিব মানুষই শ্রেয়।

৭ সে-ই সদ্বিবেচক সন্তান, যে বিধান মেনে চলে;
পেটুকদের সখা পিতার উপরে অসম্মান ডেকে আনে।

৮ যে সুদ ও বৃদ্ধি নিয়ে নিজের ধন বাড়ায়,
সে তাদেরই জন্য জমায়, যারা দরিদ্রদের উপরে সেই ধন বর্ষণ করবে।

৯ বিধান না শোনার জন্য যে অন্যদিকে কান ফেরায়,
তার প্রার্থনাও জঘন্য বস্তুস্বরূপ।

১০ যে ন্যায়বানদের কুপথে টেনে নিয়ে ভ্রান্ত করে,
সে নিজের গর্তে পড়বে ;
নির্দোষী যারা, তারা উত্তরাধিকাররূপে মঙ্গল পাবে।

১১ ধনী নিজেকে প্রজ্ঞাবান মনে করে,
কিন্তু যে দরিদ্র বুদ্ধিমান, সে তাকে যাচাই করবে।

১২ ধার্মিকদের মহা উল্লাসে মহা গৌরব হয়,
কিন্তু দুর্জনেরা ক্ষমতা পেলে সকলে লুকোয়।

১৩ নিজের অপরাধ যে গোপন করে, সে কিছুতেই কৃতকার্য হবে না ;
তা স্বীকার ক'রে যে ত্যাগও করে, সে করুণা পাবে।

১৪ সুখী সেই মানুষ, যে সবসময় অন্তরে ভয় রাখে ;
হৃদয়কে যে কঠিন করে, অমঙ্গলেই তার পতন হবে।

১৫ গর্জনকারী সিংহ ও ক্ষুধার্ত ভালুক যেমন,
তেমন সেই দুর্জন, যে গরিব প্রজার শাসনকর্তা।

১৬ বুদ্ধিহীন যে ভূপতি, সে আবার বড় অত্যাচারী ;
লোভ যে ঘৃণা করে, সে দীর্ঘজীবী হবে।

১৭ নরঘাতক বলে যে মানুষ দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত,
সে সেই গহ্বর পর্যন্ত পালাবে, কেউ তাকে সহায়তা করবে না।

১৮ যে সততায় চলে, সে রক্ষা পাবে ;
যে বাঁকা পথে চলে, হঠাৎ তার পতন হবে।

১৯ যে নিজের জমি চাষ করে, সে রুটিতে পরিতৃপ্ত হয় ;
যে মরীচিকার পিছু পিছু দৌড়ে, সে দীনতায়ই পূর্ণ হবে।

২০ বিশ্বস্ত মানুষ অনেক আশীর্বাদের পাত্র হবে ;
কিন্তু শীঘ্রই যে ধনবান হয়, সে অদণ্ডিত থাকবে না।

২১ পক্ষপাত করা ভাল নয় ;
অথচ এক টুকরো রুটির জন্যও মানুষ পাপ করে !

২২ যার চোখ লোভী, সে ধন জমাতে ব্যতিব্যস্ত ;
সে ভাবে না যে, দীনতা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

২৩ যার জিহ্বা তোষামোদে পটু, সে যত অনুগ্রহ পাবে,
তার চেয়ে অপরকে যে সংশোধন করে, শেষে সে-ই বেশি অনুগ্রহ পাবে।

২৪ পিতামাতার ধন চুরি ক'রে যে বলে : এ তো পাপ নয়,
সে বিনাশকের সখা।

২৫ লোভী মানুষ ঝগড়া বাধায়,
প্রভুতে যে ভরসা রাখে, সে সমৃদ্ধিশীল হবে।

২৬ নিজের হৃদয়ে যে ভরসা রাখে, সে নির্বোধ;
যে প্রজ্ঞা-পথে চলে, সে নিষ্কৃতি পাবে।

২৭ যে দরিদ্রকে দান করে, তার কখনও অভাব হবে না;
কিন্তু যে চোখ রুদ্ধ করে, সে প্রচুর অভিশাপ পাবে।

২৮ দুর্জনেরা ক্ষমতা পেলে সকলে লুকোয়;
কিন্তু তাদের বিনাশ হলে ধার্মিকেরাই ক্ষমতায় আসে।

২৯ ১ সংশোধনের কথা শুনেও যে নিজের মন কঠিন করে,
সে হঠাৎ ভেঙে পড়বে, তার প্রতিকার থাকবে না।

২ ধার্মিকেরা ক্ষমতায় এলে প্রজারা আনন্দ করে;
দুর্জনেরা ক্ষমতা পেলে প্রজারা হাহাকার করে।

৩ প্রজ্ঞাকে যে ভালবাসে, সে পিতাকে আনন্দিত করে;
কিন্তু যে বেশ্যার পিছনে যায়, সে নিজের ধন নষ্ট করে।

৪ রাজা ন্যায়বিচার দ্বারাই দেশে সমৃদ্ধি আনেন;
উৎকোচ গ্রহণ করতে যে ভালবাসে, সে দেশের ধ্বংস ঘটায়।

৫ পরকে যে তোষামোদ করে,
সে তার পায়ের নিচে জাল পাতে।

৬ অপকর্মার অপকর্মে ফাঁদ থাকে,
কিন্তু ধার্মিক ছুটতে ছুটতে আনন্দ করে।

৭ দরিদ্রেরা যেন সুবিচার পায় এজন্য ধার্মিক নজর রাখে;
দুর্জন এব্যাপারে কিছুই বোঝে না।

৮ বিদ্রূপকারীরা শহরে ক্রোধের আগুন লাগিয়ে দেয়;
কিন্তু প্রজ্ঞাবানেরা ক্রোধ প্রশমিত করে।

৯ যার জ্ঞান নেই, তার সঙ্গে প্রজ্ঞাবানদের মামলা হলে,
সে রাগ করুক কি হাসুক, কিছুতেই মীমাংসা হবে না।

১০ রক্তলোভী মানুষেরা সৎমানুষকে ঘৃণা করে;
কিন্তু ন্যায়বানেরা তাকে যত্ন করে।

১১ নির্বোধ তার সমস্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে,
শেষে প্রজ্ঞাবান তাকে প্রশমিত করে।

১২ যে শাসনকর্তা মিথ্যা কথায় কান দেয়,
তার মন্ত্রীরা সকলে দুর্জন হবে।

১৩ দরিদ্র ও অত্যাচারী একটা ব্যাপারে সমান:
দু'জনের চোখ প্রভুই আলোময় করেন।

১৪ যে রাজা ন্যায়েরই বিধানে দীনহীনদের বিচার করেন,
তাঁর সিংহাসন নিত্যস্থায়ী থাকবে।

১৫ লাঠি ও সংশোধন-বাণী প্রজ্ঞা দান করে;
কিন্তু যে সন্তানকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়,
সে মাতার উপরে অসম্মান ডেকে আনে।
১৬ দুর্জনেরা ক্ষমতা পেলে অধর্ম বৃদ্ধি পায়;
কিন্তু ধার্মিকেরা তাদের বিনাশ দেখতে পাবে।

১৭ তোমার সন্তানকে শাসন কর, সে তোমাকে শান্তি দেবে,
সে তোমার প্রাণকে আনন্দিত করে তুলবে।

১৮ ঐশবাণী যেখানে প্রকাশিত নয়, সেখানে জনগণ উচ্ছৃঙ্খল হয়;
কিন্তু সে-ই সুখে থাকে, যে বিধান মেনে চলে।

১৯ কথা দ্বারা দাসকে শাসন করা যায় না,
সে বোঝে বটে, কিন্তু বাধ্য হবে না।

২০ তুমি কি এমন মানুষকে দেখেছ যে কথা বলতে ব্যস্ত?
তার চেয়ে বরং নির্বোধের উপরেই বেশি আশা রাখা যেতে পারে।

২১ ছেলেবেলা থেকে যে দাসকে আশকারা দেওয়া হয়,
শেষে সেই দাস দম্ভ করবে।

২২ ক্রোধ-প্রকৃতির মানুষ ঝগড়া বাধায়,
রোষ-স্বভাবের মানুষ সবরকম অপরাধ করে।

২৩ মানুষের অহঙ্কার তার অবমাননা ঘটায়,
নম্রহৃদয় মানুষ সম্মান অর্জন করে।

২৪ যে চোরের ভাগীদার, সে নিজেই নিজের শত্রু;
সে শপথনামা শোনে, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করে না।

২৫ মানুষকে ভয় করা ফাঁদের মত;
প্রভুতে যে ভরসা রাখে, সে নিরাপদে থাকে।

২৬ অনেকে শাসনকর্তার প্রসন্নতার অন্বেষণ করে;
কিন্তু প্রভুই সকলের বিচারকর্তা।

২৭ ধার্মিকদের চোখে দুষ্কর্মা জঘন্য;
দুর্জনের চোখে ন্যায়নিষ্ঠেরাই জঘন্য।

আগুরের বচনমালা

৩০ মাস্সা-নিবাসী যাকের সন্তান আগুরের বচনমালা। ইথিয়েলের প্রতি, ইথিয়েল ও উকালের প্রতি এই ব্যক্তির উক্তি।

২ আমি মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে মূর্খ,

মানবীয় সদ্বিবেচনা নেই আমার ;
[৩] আমি প্রজ্ঞার কথা শিখিনি,
পবিত্র জ্ঞানও নেই আমার।
[৪] কে স্বর্গে আরোহণ করে আবার নেমে এসেছেন?
কে নিজের হাতের মুঠোয় বাতাস জড় করেছেন?
কে নিজের চাদরের মধ্যে জলরাশি বেঁধেছেন?
কে পৃথিবীর সকল প্রান্ত সুস্থির করেছেন?
তাঁর নাম কী? তাঁর পুত্রের নাম কী? তুমি কি এই সমস্ত জান?

[৫] পরমেশ্বরের প্রত্যেকটা বাণী আগুনে যাচাই করা ;
যারা তাঁর আশ্রয় নেয়, তিনি তাদের ঢাল।
[৬] তাঁর সমস্ত বাণীতে কিছুই যোগ করো না ;
পাছে তিনি তোমাকে ভর্ৎসনা করেন
আর তুমি মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হও।

[৭] তোমার কাছে আমি দু'টো যাচনা রাখি,
আমি মরবার আগে তুমি তা আমাকে দিতে অস্বীকার করো না :
[৮] আমা থেকে ছলনা ও মিথ্যা দূরে রাখ ;
দীনতা বা ঐশ্বর্য আমাকে দিয়ো না ;
কিন্তু আমার যতটুকু খাদ্য দরকার, ততটুকু আমাকে দাও,
[৯] পাছে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর
আমি তোমাকে অস্বীকার করে বলি : 'প্রভু কে?'
কিংবা পাছে দরিদ্র হয়ে পড়ে আমি চুরি করে বসি,
ও আমার পরমেশ্বরের নামের প্রতি অসম্মান দেখাই।

[১০] মনিবের কাছে দাসের দুর্নাম করো না,
পাছে সে তোমাকে অভিশাপ দেয়,
আর তোমাকে সেই দণ্ড বহন করতে হয়।

[১১] এমন প্রজন্মের মানুষ আছে, যারা পিতাকে অভিশাপ দেয়,
ও মাতাকে আশীর্বাদ করে না।
[১২] এমন প্রজন্মের মানুষ আছে, যারা নিজেদের শুদ্ধ মনে করে,
তবু নিজেদের মলিনতা থেকে ধৌত হয়নি।
[১৩] এমন প্রজন্মের মানুষ আছে, যাদের চোখ কতই না উদ্ধত!
যাদের চোখের পাতা কেমন না গর্বিত!
[১৪] এমন প্রজন্মের মানুষ আছে, যাদের দাঁত খড়্গ ও চোয়াল ছুরি,
যেন দেশ থেকে বিনম্রদের,
ও মানবসমাজ থেকে নিঃস্বদের উচ্ছিন্ন করে গ্রাস করতে পারে।

সংখ্যা-সংক্রান্ত নানা বচন

[১৫] জোঁকের দু'টো মেয়ে আছে : 'দাও! দাও!'

তিনটে জিনিস আছে, যা কখনও তৃপ্ত হয় না,
এমনকি চারটে জিনিস আছে যা কখনও বলে না : 'যথেষ্ট !'—
[১৬] পাতাল ও বন্ধ্যা স্ত্রীলোক,
আবার, ভূমি, যা জলে কখনও তৃপ্ত হয় না,
শেষে আগুন, যা বলে না : 'যথেষ্ট !'

[১৭] যে চোখ পিতাকে অবজ্ঞা করে,
মাতার প্রতি দেয় বাধ্যতা তুচ্ছ করে,
সেই চোখকে উপত্যকার কাকেরা ঠুকরে বের করে নিক,
ঈগলের শাবকেরা তা খেয়ে ফেলুক।

[১৮] তিনটে জিনিস আমার কাছে কঠিন লাগে,
এমনকি আমি চারটে জিনিস বুঝতে পারি না :
[১৯] আকাশে ঈগলের পথ,
শৈলের উপর দিয়ে সাপের পথ,
সমুদ্র-গভীরে জাহাজের পথ,
যুবতীর অন্তরে পুরুষের পথ।

[২০] ব্যভিচারিণীর পথ এরূপ :
সে খায়, এবং মুখ মুছে বলে :
আমি খারাপ কিছু করিনি !

[২১] তিনটে জিনিসের ভারে পৃথিবী কাঁপে,
এমনকি চারটে জিনিসের ভার পৃথিবী সহ্য করতে পারে না :
[২২] দাসের ভার, যখন সে রাজা হয়,
মূর্খের ভার, যখন সে তৃপ্তি সহকারে খায়,
[২৩] ঘৃণ্য স্ত্রীলোকের ভার, যখন সে স্বামী পায়,
আর দাসীর ভার, যখন সে উত্তরাধিকারিণী হয়।

[২৪] পৃথিবীতে চারটে অতিক্ষুদ্র প্রাণী রয়েছে,
তবু সেগুলি বড় প্রজ্ঞায় পূর্ণ :
[২৫] পিঁপড়া এমন জাতের প্রাণী যার শক্তি নেই,
তবু গ্রীষ্মকালে খাদ্য যোগাড় করে ;
[২৬] শাফন এমন জাতের প্রাণী যার বল নেই,
তবু শৈলরাজির মধ্যে ঘর বাঁধে ;
[২৭] পঙ্গপাল এমন প্রাণী যার রাজা নেই,
তবু দল বেঁধে রণযাত্রা করে ;
[২৮] টিকটিকি এমন প্রাণী যাকে হাত দিয়ে ধরা যেতে পারে,
তবু রাজাদের প্রাসাদেও প্রবেশ করে।

[২৯] তিনটে প্রাণী গাম্ভীর্যের সঙ্গে চলে,
এমনকি চারটে প্রাণী সুন্দরভাবে চলে :
[৩০] সিংহ, যে পশুদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী,
সে কারও সামনে থেকে পিছটান দেয় না ;

[৩১] কোমরে প্রবল ডোরাকাটা অশ্ব, ছাগ,
ও সৈন্যদলের অগ্রভাগে রাজা।

[৩২] তুমি যদি নিজেকে বড় করে তুলে মূর্খের মত কাজ করে থাক,
এবং পরে চিন্তা-ভাবনা করে থাক,
তবে মুখে হাত দাও,
[৩৩] কেননা দুধে চাপ দিলে মাখন বের হয়,
নাকে চাপ দিলে রক্ত বের হয়,
ক্রোধে চাপ দিলে ঝগড়া বের হয়।

লেমুয়েলের বচনমালা

৩১ মাস্সার রাজা লেমুয়েলের বচনমালা;
তাঁর মাতা তাঁকে এই বচনগুলি শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

[২] সন্তান আমার! হে আমার গর্ভের সন্তান!
হে আমার মানতের সন্তান, কী বলব?
[৩] তুমি স্ত্রীলোকদের তোমার শক্তি দিয়ো না;
রাজাদেরও যারা বিনাশ করে, তাদের তোমার ঐশ্বর্য দিয়ো না।

[৪] রাজাদের পক্ষে, হে লেমুয়েল,
রাজাদের পক্ষে আঙুররস খাওয়া উপযুক্ত নয়,
মদ্যপানীয় বাসনা করা শাসনকর্তাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়;
[৫] পাছে পান করে তাঁরা তাঁদের জারীকৃত বিধিনিয়ম ভুলে যান,
ও বিচারে দুঃখীদের পক্ষ অবহেলা করেন।

[৬] যে মরণাপন্ন, তাকেই মদ্যপানীয় দাও,
যে তিক্তপ্রাণ, তাকেই আঙুররস দাও।
[৭] সে পান করে নিজের দীনতার কথা ভুলে যাক,
নিজের দুর্দশার কথা আর তার মনে না থাকুক।

[৮] তুমি বোবার পক্ষে মুখ খোল,
এতিমদের রক্ষা করার জন্যই মুখ খোল।
[৯] হ্যাঁ, মুখ খোল, ন্যায়বিচার কর,
দুঃখী ও নিঃস্বের পক্ষ সমর্থন কর।

উত্তম গৃহিণী

আলেফ [১০] গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?
মণিমুক্তার চেয়েও তার মূল্য অনেক বেশি।
বেথ [১১] তার স্বামীর হৃদয় তার উপরে ভরসা রাখে,
সেই স্বামীর লাভের অভাব হবে না।

গিমেল[১২] তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে
সে স্বামীর মঙ্গল করে, তার অমঙ্গল নয়।

দালেথ[১৩] সে পশম ও ক্ষোম যোগাড় করে,
তার দু'হাত উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করে।

হে [১৪] সে এমন বাণিজ্য-তরণির মত,
যা দূর থেকে যত খাদ্য-সামগ্রী তার ঘরে আনে।

বাউ [১৫] সে রাত থাকতেই উঠে তার ঘরের সকলের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে,
এবং দাসীদের উপযুক্ত নির্দেশ দেয়।

জাইন [১৬] সে একখণ্ড জমির কথা বিচার-বিবেচনা করে তা কিনে নেয়,
কাজ করে অর্থ যোগাড় করেই সে সেই জমিতে আঙুরগাছ পোঁতে।

হেথ [১৭] সে তৎপর হয়ে কোমর কষে বাঁধে,
কাজে ব্যস্ত থেকে দেখায় তার বাহুর কেমন শক্তি।

টেথ [১৮] সে দেখতে পায়, তার কাজকর্ম সফলতা পাচ্ছে,
রাতেও তার প্রদীপ নিভে যায় না।

ইয়োধ [১৯] সুতাকাটার যন্ত্র হাতে নিয়ে
সে আঙুল দিয়ে টাকু চালায়।

কাফ [২০] দরিদ্রের প্রতি সে হাত বাড়ায়,
নিঃস্বের প্রতি বাহু প্রসারিত করে।

লামেধ [২১] তুষারপাত হলেও তার ঘরের কারও জন্য সে ভয় পায় না,
কারণ সকলে গরম কাপড় পরে আছে।

মেম [২২] সে নিজে নিজের বিছানার কম্বল বুনে তৈরি করে,
তার পরন সূক্ষ্ম ক্ষোম ও বেগুনি দামী কাপড়।

নুন [২৩] তার স্বামী নগরদ্বারে সম্মানের পাত্র,
সেখানে সে দেশের প্রবীণদের সঙ্গেই আসন গ্রহণ করে।

সামেখ [২৪] সে নিজে ক্ষোমের কাপড় তৈরি করে তা বিক্রি করে,
বণিকের জন্য কোমর-বন্ধনী সরবরাহ করে।

আইন [২৫] শক্তি ও মর্যাদা, এই তো তার পরন,
সে হাসিমুখেই আগামী দিনের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

পে [২৬] সে প্রজ্ঞার সঙ্গে মুখ খোলে,
তার জিহ্বায় সহৃদয় নির্দেশবাণী উপস্থিত।

সাধে [২৭] বাড়ির সকলের আচরণের দিকে সে লক্ষ রাখে,
তার অন্ন অলসতার ফল নয়।

কোফ [২৮] তার সন্তানেরা উঠে তাকে সুখী ঘোষণা করে,
তার স্বামীও উঠে তার প্রশংসাবাদ করে বলে,

রেশ [২৯] 'অনেক নারী আপন কর্মে নিজেদের গুণবতী দেখিয়েছে,
কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠা।'

শিন ৩০ কমনীয়তা প্রবঞ্চক, সৌন্দর্য অসার,
কিন্তু যে নারী প্রভুকে ভয় করে, সে-ই প্রশংসনীয়া।

তাউ ৩১ তার কর্মের ফল তাকে দেওয়া হোক,
নগরদ্বারে তার নিজের কর্মই তার প্রশংসাবাদ করুক।